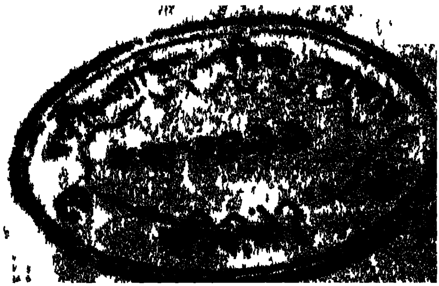


আশধারা

শ্রীকিরণ গোপাল সিংহ।

মূল্য ।০ আনা।

কলিকাতা

৭৪ নং হরকুলেন, ইটালী, বণিক ইউনিয়ন প্রেসে শ্রীবংশীচাঁদ দে
দ্বারা মুদ্রিত ও সৈয়দ মোহাম্মদ আলি দ্বারা প্রকাশিত।

মুখবন্ধ।

[illegible]

[illegible]

২১ [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ইতি —— ৫ই কার্ত্তিক ১৩৩৮।

[illegible]

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

পূর্ব্ব পৃষ্ঠায় এই আম-
পারার পদ্যানুবাদক কিরণ
বাবুর লিখিত দান পত্র
প্রকাশিত হইল। এই আম-
পারার পদ্যানুবাদে আমি
এখন মাত্র স্বত্বাধিকারী। ক্রেতা-
গণ অনুগ্রহ পূর্ব্বক পুস্তক
ক্রয় করিবার সময় ইহা লিখিত
দান পত্র এবং আমার সহি
দেখিয়া লইবেন ইতি—

শ্রী মোসলেম আলী মণ্ডল
সাং ফকিরপুর, থানা-দেগঙ্গা,
বসিরহাট মহকুমা, ২৪ পরগণা।

নিবেদন।

আমপারা জন সাধারণে প্রকাশিত হইল। এই সংস্করণে প্রুফ দেখার ত্রুটীতে অনেক ভ্রম রহিয়া গিয়াছে তজ্জন্য পাঠক বর্গের নিকট সবিনয় মার্জ্জনা ভিক্ষা চাহিতেছি আশা করি সকলে নিজগুণে ক্ষমা করিবেন। দ্বিতীয় সংস্করণ যাহাতে নির্ভুল প্রকাশিত হয় সে বিষয়ে যথা সাধ্য চেষ্টা পাইব।

এই অনুবাদিত আমপারা সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে প্রতি মাসে এক খণ্ড করিয়া ত্রিশ খণ্ডে সম্পূর্ণ কোরাণ শরীফ প্রকাশিত হইবে।

প্রকাশক।

ভূমিকা।

কোরাণ শরীফের শেষ খণ্ড আমপারা বঙ্গানুবাদিত হইয়া প্রকাশিত হইল। ইহা যদিও অক্ষরে অক্ষরে অনুবাদিত হয় নাই তত্রাচ এই অনুবাদে ভাব বিপর্য্যয় ঘটে নাই বলিয়া বিশ্বাস। কোন ভাষা ভাষান্তরিত করিতে হইলে মুল ভাষার অনেক শব্দ এরূপ পাওয়া যায় যাহার অর্থ এক কথায় অনুবাদের ভাষায় পাওয়া যায় না। এইরূপ কথার অর্থ এই অনুবাদে দুই, তিনটী বা তদধিক কথায় ব্যক্ত করা হইয়াছে। কোরাণের অনুবাদ বঙ্গ ভাষায় গদ্যতে হওয়াই এক দুরুহ ব্যাপার সুতরাং আমি পদ্যে অনুবাদ করিয়া দুঃসাহসিকের কার্য্য করিয়াছি সন্দেহ নাই। পাঠক এবং সমালোচকগণের নিকট আমার সবিনয় প্রার্থনা যেন তাঁহারা স্থির চিত্তে নিরপেক্ষ ভাবে চিন্তা করিয়া এই বিষয়ের মতামত প্রকাশ করেন। এই আমপারার প্রতি যদি সাধারণের আগ্রহ দেখা যায় তাহা হইলে আমার শ্রম সফল হইয়াছে মনে করিয়া সম্পূর্ণ কোরাণ শরীফ প্রকাশ করিব।

বেনেপুকুর
১৩১৫ সাল

শ্রীকিরণ গোপাল সিংহ।

সুরা ফাতেহা।

(দাতা ও দয়ালু ঈশ্বরের নামে আরম্ভ করিতেছি।)

বিশ্বপাতা পরমেশ তারি যত স্তুতি,
দাতা ও দয়ালু শেষ বিচারাধিপতি।
তোমাকেই মাত্র মোরা করি আরাধনা,
তোমারি নিকটে করি সাহায্য প্রার্থনা।
আমা সবে সোজা পথ কর প্রদর্শন,
করেছ করুণা তব যাহে বরিষণ,
নহে সেই পথ যাহে তব অভিশাপ,
যাহারা সুপথ হারা [করে সদা পাপ।]

নাস।

(দাতা ও দয়ালু ঈশ্বরের নামে আরম্ভ করিতেছি।)

কহ তুমি কুমন্ত্রণা করে যেই দান
যক্ষ বা দানব কিম্বা মানব সন্তান,
লুক্কাইত হয় যারা কুহকের বলে;
তাদের অনিষ্ট হ'তে রক্ষা পাব ব'লে,
লইলাম আমি সেই পালক আশ্রয়—
মানব উপাস্য রাজা যেই দয়াময়।

ফলক।

(দাতা ও দয়ালু ঈশ্বরের নামে আরম্ভ করিতেছি।)

সৃষ্ট যাহা হইয়াছে সে সমুদয়ের
রজণীর ঘণীভূত কিম্বা আঁধারের,
গ্রন্থি মধ্যে কুহকিণী নারী সকলের,
বিদ্বেষ করয়ে যবে সেই হিংস্রকের
অনিষ্ট হইতে—তাঁর লইনু আশ্রয়,
প্রাতের পালক যেই মহা দয়াময়।

এখ্‌লাস।

(দাতা ও দয়ালু ঈশ্বরের নামে আরম্ভ করিতেছি।)

কহ তুমি! একমাত্র ঈশ্বর প্রধান,
নিষ্কাম নাহিক করে কভু অন্নদান,
—কিম্বা করে নাই সেই জনম গ্রহণ,
তুলনায় সে জনার নাহি কোন জন।

লহব।

(দাতা ও দয়ালু ঈশ্বরের নামে আরম্ভ করিতেছি।)

নাশ হ'ক আবুলাহাবের হস্তদ্বয়
আর যে তাহার দেহ প্রাপ্ত হ'ক লয়।
ধন কিম্বা আর যাহা তাঁর উপার্জ্জন
করে নাই তাহা হ'তে শাস্তি নিবারণ;
শিখাযুক্ত মহানলে সত্বর নিশ্চিত—
তাহারে হইতে হবে তথা উপস্থিত।
পত্নী তার ঘুরিত যে বহি কাষ্ঠভার,
খর্জ্জুর বল্কল রজ্জু ছিল স্কন্ধে তার।

নসূর।

(দাতা ও দয়ালু ঈশ্বরের নামে আরম্ভ করিতেছি।)

ঈশের সাহায্য যবে আসিবে নিশ্চয়
আর সে সময়ে যবে মক্কা'পুবে জয়
দেখিবেক সে সময়ে, দলে দলে দলে
সত্য ধর্ম্মে দীক্ষা লবে মানব মণ্ডলে।
প্রশংসার স্তব কর আপন পাতার
ক্ষমা ভিক্ষা চাহ আর নিকটে তাঁহার।
নিশ্চয় জানিও তুমি—জানিও নিশ্চয়—
ক্ষমাশীল দয়াবান সেই দয়াময়।

কাফেরুণ।

(দাতা ও দয়ালু ঈশ্বরের নামে আরম্ভ করিতেছি।)

কহ তুমি মোহাম্মাদ অবিশ্বাসী দলে!
যাহার করহ পূজা তোমরা সকলে,
করি নাকো পূজা আমি জানিও তাহার—
তোমরা না কর পূজা উপাস্যে আমার।

আমিও তাহার নাহি করি উপাসনা
তোমরা করিয়া থাক যাহার অর্চ্চনা।
তোমরা ও পূজা নাহি করিতেছ তার,
সেই জনে যেই জন পূজিত আমার।
যে হেতু তোমার জন্য ধরম তোমার—
আছে ও আমার ধর্ম্ম কারণ আমার।

কওসর।

(দাতা ও দয়ালু ঈশ্বরের নামে আরম্ভ করিতেছি।)

নিশ্চয় করেছি দান তোমারে কওসার,
উপাসনা কর তুমি আপন পাতার
সম্মুখেতে, আর তুমি কর বলিদান,
নিশ্চয় যে অরী তব সেই নিঃসন্তান।

মাউন।

(দাতা ও দয়ালু ঈশ্বরের নামে আরম্ভ করিতেছি।)

তাহাকে কি করিয়াছ তুমি দরশন
পরকাল মিথ্যা বলি জানে যেই জন?

কোরাণ শরিফ।

এই সেই ব্যক্তি তুমি জেন নিজ মনে
বাহির করিয়া দেয় আশ্রয় বিহীনে,
অন্নহীনে অন্নদানে উৎসাহ বর্দ্ধন
ইহাও না করে সেই মানবে কখন।
অপিচ আক্ষেপ সেই উপাসকগণে
উপাসনা হ'তে যারা আছে অচেতনে—
সুকার্য্য করয়ে যারা দেখাইয়া লোকে,
মাউন হইতে আর মানা করে থাকে।

কোরেশ।

(দাতা ও দয়ালু ঈশ্বরের নামে আরম্ভ করিতেছি।)

কোরেশ মিলন জন্য তাদের মিলন
হইয়াছে শীত গ্রীষ্মে প্রবাস কারণ।
অনন্তর কর্ত্তব্য যে হয় তাহাদের
অর্চ্চয়ে পালকে তারা এই মন্দিরের—
দিয়াছেন খাদ্য যিনি ক্ষুধার সময়,
ভয় হ'তে দিয়াছেন যে জন অভয়।

ফীল।

(দাতা ও দয়ালু ঈশ্বরের নামে আরম্ভ করিতেছি।)

দেখনি কি করেছিল পালক তোমার
গজস্বামীদের প্রতি কি বিধি প্রচার
করেনি কি মনবাঞ্ছা তাদের বিফল
পাঠাইয়া শুন্য হ'তে বিহঙ্গম দল?
যাহারা নিক্ষেপ করি প্রস্তরের কণা
বধেছিল—ভূষীসম করি সর্ব্ব জনা।

হামজা।

(দাতা ও দয়ালু ঈশ্বরের নামে আরম্ভ করিতেছি।)

দোষের ঘোষণাকারী নিন্দুক যে জন
সংগ্রহ গণণা যাহা করিয়াছে ধন,
মনে ভাবে সেই ধন সাথে চির রবে
না—নিশ্চয় হোতমায় নিক্ষিপ্ত হইবে!
কি বস্তু হোতমা তুমি আছ কি তা জ্ঞাত?
পরমেশ দ্বারা কৃত বহ্নি প্রজ্বলিত।

কোরাণ শরিফ।

চড়িয়া উঠয়ে যাহা অন্তর উপরে।
সু-নিশ্চয় উহা সেই সবাকার তরে
বদ্ধ হইয়াছে, দীর্ঘ স্তম্ভের মাঝারে।

অসুর।

(দাতা ও দয়ালু ঈশ্বরের নামে আরম্ভ করিতেছি।)

বৈকালের দিব্য করে বিশ্বাস স্থাপন
কিম্বা সৎকার্য্য করে যে মানবগণ
সত্য ভাবে পরস্পরে করে উপদেশ
ধৈর্য্য হেতু পরস্পরে করে উপদেশ
তাহারা ব্যতীত অন্য মানব নিচয়
ক্ষতির মধ্যেতে আছে জানিও নিশ্চয়।

তকাসোর।

(দাতা ও দয়ালু ঈশ্বরের নামে আরম্ভ করিতেছি।)

ধন বৃদ্ধি করিবার লোভে তোমা সবে
রাখিয়াছে ভুলাইয়া জেন এই ভবে।

যদাবধি সমাধিতে নাহি পঁহুছিবে
না—না—না—নিশ্চয় তাহা জানিতে পারিবে,
অবশ্য—সত্বরে—তাহা সকলে জানিবে,
কভু না—বিশ্বাস সঙ্গে অবগত হবে,
নিশ্চয় নরক সবে তোমরা হেরিবে—
দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে অবশ্য দেখিবে,
তৎপর—সেই দিন ধ্রুব জেন সবে,
অবশ্য সম্পদ কথা জিজ্ঞাসিত হবে।

ক্বারেয়া।

(দাতা ও দয়ালু ঈশ্বরের নামে আরম্ভ করিতেছি।)

আঘাতকারী!
কি আঘাতকারী? আর কিসেতে তোমায়
জানায়েছে, কোন সেই পদার্থ এ হয়?
যে দিন হইয়া যাবে মানবের দল
পঙ্গপাল মত সবে বিক্ষিপ্ত সকল
আর পর্ব্বতের শ্রেণী রহিয়াছে যত
রোমের সমান যবে হইবে ধুনিত

অথ কিন্তু যে জনারহবে নিক্তি তার
সন্তোষ জীবন লাভ হইবে তাহার।
হবে নিক্তি ভার লঘু আর যে জনার
হাবিয়া (হইবে জেন) জননী তাহার।
কিসে জানায়েছে তোমা হাবিয়া কি হয় ?
প্রজ্জলিত হুতাশন (জানিও নিশ্চয়) ।

আদিয়া।

(দাতা ও দয়ালু ঈশ্বরের নামে আরম্ভ করিতেছি।)

দ্রুতগতি অশ্ববৃন্দ শপথ তাহার
(যারা) পদাঘাতে অশ্মে করে অগ্নির উদ্গার।
অবশেষে প্রাতে যারা করয়ে লুণ্ঠন
আর তার সঙ্গে ধূলি করে উৎক্ষেপণ;
যবে প্রবেশয়ে দল মাঝে অনন্তর।
—পাতা প্রতি অকৃতজ্ঞ সুনিশ্চয় নর।
আর এ বিষয়ে সাক্ষী অবশ্য সে জন
হইয়াছে ধনাশক্তে দৃঢ় তার মন।
অজ্ঞাত কি রহিয়াছে আর সে মানবে
আছে যাহা সমাধিতে উত্থাপিত হবে।

প্রকাশ হইবে তাহা গুপ্ত যাহা মনে,
তাদের বিষয়ে জ্ঞাত ঈশ সেই দিনে।

জেলজাল।

(দাতা ও দয়ালু ঈশ্বরের নামে আরম্ভ করিতেছি।)

যবে ধরা কম্পনেতে হইবে কম্পিত,
বাহির করিবে ভূমি স্বীয় ভার যত।
কি হ'ল উহার যবে বলিবে মানব,
তবে স্বীয় কথা ভূমি কহিবেক সব,
(যে হেতু) আদেশ করেছে তারে তোমার পালক।
সে দিন বিক্ষিপ্ত হবে দলে দলে লোক,
কারণ তাদের কর্ম্ম প্রদর্শিত হবে।
করিবেক বিন্দুমাত্র শুভ যে মানবে
আর বিন্দুমাত্র মন্দ করিবে যে জন—
সেই সমুদয় তারা করিবে দর্শন।

বয়েনত।

(দাতা ও দয়ালু ঈশ্বরের নামে আরম্ভ করিতেছি।)

গ্রন্থ অধিকারী মাঝে অবিশ্বাসী দল
কিম্বা অংশীবাদী যত রয়েছে সকল।
উজ্জ্বল প্রমান নাহি যদাবধি হবে
বিদ্রোহী হইতে নাহি হবে ক্ষান্ত সবে।
গ্রন্থ যাহা পাঠ করে ঈশের প্রেরিত
অকাট্য প্রমান তাহে রয়েছে নিশ্চিত।
যাহাদিগে ধর্ম্মগ্রন্থ হয়েছে অর্পণ
তাহারা (ইহুদি আর খৃষ্টিয়ানগণ)
তাহাদের সমীপেতে বিধান উজ্জ্বল
আসিবার পর তারা বিচ্ছিন্ন সকল।
এব্রাহিমি পথ অবলম্বন করিয়া
তাহার উদ্দেশ্যে ধর্ম্ম বিশুদ্ধ রাখিয়া
করিবারে আরাধনা, সদা প্রতিষ্টান
রাখিবারে উপাসনা, জাকাত প্রদান—
হয় নাই ইহা ভিন্ন অপর আদেশ
ধার্ম্মিক মানব জন্য ইহাই বিশেষ।
গ্রন্থ অধিকারী মাঝে অবিশ্বাসী যারা
আর অংশীবাদীগণ রয়েছে যাহারা,

চিরকাল নরকের অনলে রহিবে
সৃষ্টির অধম তারা সকলে জানিবে।
নিশ্চয় করেছে যারা বিশ্বাস স্থাপন,
আর সৎকার্য্য করিয়াছে যেই জন;
তাহারাই জীবশ্রেষ্ঠ জীব যত আছে
ইহাদের পুরস্কার পরমেশ কাছে
রহিয়াছে, চিরস্থায়ী জানিও উদ্যান
নিম্নেতে প্রনালীপুঞ্জ যার বহমান।
চিরকাল বাস তারা করিবে তথায়,
তাহাদের প্রতি ঈশ জানিও সদয়,
তাহারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট নিশ্চয়।
—ওই ব্যক্তি যেন যেই ঈশে করে ভয়।

কদর।

(দাতা ও দয়ালু ঈশ্বরের নামে আরম্ভ করিতেছি।)

সম্মানীত রাত্রে আমি অবতীর্ণ করিয়াছি
কোরাণ নিশ্চয়।
তুমি কি রয়েছ জ্ঞাত আর রাত্রি সম্মানীত
কারে ইহা কয়?

কোরাণ শরিফ।

সম্মানীত রাত্র সেই সহস্র মাসের চেয়ে
উত্তম নিশ্চয়।
আত্মাদেবগণ যাতে প্রত্যেক কার্য্যের তরে
পালকের আজ্ঞা ক্রমে অবতীর্ণ হয়
উষার বিকাশাবধি উহা শান্তিময়।

আলক্।

(দাতা ও দয়ালু ঈশ্বরের নামে আরম্ভ করিতেছি।)

প্রতিপালকের নামে করহ পঠন,
করেছে সৃজন যেই; করেছে সৃজন
ঘন শোণিতের যোগে মানব নিচয়,
পড় আর পাতা তব মহা ক্ষমাময়।
লেখনি সংযোগে শিক্ষা দেছে যেই জন
শিখায়েছে মানবে না জানিত কথন।
কখনই নহে (না—না—) অবশ্য নিশ্চয়
উদ্ধত হইয়া থাকে মানব নিচয়।
যে কারণ আপনাকে ধনী দেখে থাকে,
নিশ্চয় ফিরিবে তব পালকের দিকে।

সে জনে কি করিয়াছ তুমি দরশন ?
উপাসনা কালে দাসে করে নিবারণ।
দেখেছ কি তুমি যদি সু-পথে হইত
কিম্বা ধর্ম্ম বিষ(য়)েতে আদেশ করিত।
করিয়াছ দরশন ? যদ্যপি জানয়
অসত্য বলিয়া, আর ফিরি চলি যায়।
অজ্ঞ ত কি সেই ঈশ দেখেন নিশ্চয়,
কখনই নহে—যদি ক্ষান্ত নাহি হয়
কেশ ধরি ললাটের টানিব নিশ্চয়,
সেই সে ললাট পাপী মিথ্যাবাদী হয়।
অথ এ উচিং নিজ সভারে আহ্বানে,
আমিও ডাকিব নরকের দেবগণে।
কভু নহে—তার বাক্য নাহিক মানিও
প্রণাম করহ আর সন্নিকট হও।

তীন।

(দাতা ও দয়ালু ঈশ্বরের নামে আরম্ভ করিতেছি।)

তীন ও জয়তুন আর তুর-শিনিনের
আর দিব্য এই নিরাপদ সহরের।
যথার্থ অবশ্য আমি ক'রেছি সৃজন

নরগণে দিয়া অত্যুত্তম সংগঠন.
তাহার পরেতে, নীচ হতে নীচেতরে
ক্ষেপণ করেছি আমি জানিও তাহারে।
কিন্তু করিয়াছে যেই বিশ্বাস স্থাপন,
করিয়াছে আর সৎকার্য্য সম্পাদন,
অতঃপর তাহাদের কারণ (নিশ্চয়)
আছে হেন পুরস্কার খণ্ডিবার নয়।
শেষেতে ইহার পরে পুরস্কার মাঝে
কি সে বস্তু? তোমারে অসত্য জানায়েছে?
আজ্ঞাকারীদের মাঝে করিতে আদেশ
নহেন কি শ্রেষ্ঠ আজ্ঞাকারী পরমেশ?

এন্‌শেরাহ্‌।

(দাতা ও দয়ালু ঈশ্বরের নামে আরম্ভ করিতেছি।)

তোমার কারণ   করিনি কি উন্মোচন
বক্ষ তোমার?
করিয়াছে যেই ভার   পৃষ্ঠ ভগ্ন তোমার
নামায়েছি আর
তোমার কারণ আর   প্রশংসা যা তোমার
করিয়াছি উন্নমিত।

অনন্তর সু-নিশ্চিত সুখ যা আছে নিহিত
কষ্টের সহিত
সুনিশ্চিত সুনিশ্চিত সুখ যা আছে নিহিত
কষ্টের সহিত।
পরে তুমি অতঃপর পাও যবে অবসর
সে সময় পরিশ্রম কর সাধনায়
আর অনুরক্ত হও আপন পাতায়।

জোহা।

(দাতা ও দয়ালু ঈশ্বরের নামে আরম্ভ করিতেছি।)

দিবা যবে বাড়ে সেই কালের শপথ,
আর দিবা যবে নিশি করে আচ্ছাদিত।
করে নাই ত্যাগ তোমা পালক তোমার
অথবা রাখেনি তোমা নিরানন্দে আর।
অবশ্য জানিও আর তোমার কারণ
পূর্ব্বাবস্থা হ'তে শেষ অবস্থা উত্তম।
সু-নিশ্চিত অবিলম্বে পালক তোমার
দিবেক তোমারে তুমি রাজি হবে আর।

প্রাপ্ত কি হয়নি সেই তোমা নিরাশয়,
অতঃপর দিয়াছেন তোমারে আশয়।
পথহারা তোমারে সে প্রাপ্ত হ'য়েছিল
অতঃপর তোমারে সে পথ দেখাইল।
পাইয়াছিলেক আর সে তোমা নির্দ্ধন
ধনবান করিলেক পরেতে সে জন,
শেষে তুমি—নিরাশ্রয় হয় যেই জন
তার প্রতি অত্যাচার ক'রনা কখন।
ধমক দিওনা তারে ভিক্ষুক যে জন—
তব পাতা-দান পরে করহ বর্ণন।

লায়েল।

(দাতা ও দয়ালু ঈশ্বরের নামে আরম্ভ করিতেছি।)

রাত্রের শপথ যবে ক'রে আচ্ছাদন
আর দিবসের দিব্য প্রকাশে যখন।
ক'রেছে সৃজন সে যা নর নারী আর
ধ্রুব তোমাদের চেষ্টা বিভিন্ন প্রকার।
অনন্তর কিন্তু দান ক'রেছে যে জন
করিয়াছে আর যেই ধর্ম্ম আচরণ,

শ্রেয়ে মান্য সত্য জ্ঞানে করেছে যে জন
পরেতে তাহারে আমি নিশ্চয় কখন
করিব সরল অতি সরল কারণ ।
কিন্তু আর কৃপণতা ক'রেছে যে জন
শঙ্কাহীন হৃদয়েতে আর রহিয়াছে.
উত্তম বাক্যেরে মিথ্যা বলি জানিয়াছে,
পরেতে অবশ্য তারে কঠিন কারণ
সহজ করিব আমি,—নিশ্চয় কখন ।
আর তাহা হ'তে তার আসিবে না ধন
কোন কার্য্যে, যবে নিম্নে হবে সে পতন ।
ধ্রুব মম প্রতি পথ প্রদর্শন ভার,
ইহ পরকাল আর কারণ আমার—
পরে তোমা সে অগ্নির দেখাতেছি ভয়
বহির্গত হ'তে থাকে যার শিখাচয় ,
মিথ্যা জানি ফিরায়েছে যে জন আনন
সে দুর্ভাগা ভিন্ন তথা, অন্য কোন জন
প্রবেশিবে নাকো কভু ; আর যেই জন
পবিত্র হবার লাগি করে বিতরণ
ধন নিজ, সে পরম ধার্ম্মিক জনায়
বিচ্ছিন্ন হইবে করা তা হ'তে নিশ্চয় ।

আর সু-মহান্ স্বীয় প্রতি পালকের
সম্মতির চেষ্টা ভিন্ন. কোন মনুষ্যের
বিনিময় তরে হেন নাহিক সম্পদ।
অবশ্য সত্বর সেই হইবে সম্মত।

শাম্‌স।

(দাতা ও দয়ালু ঈশ্বরের নামে আরম্ভ করিতেছি।)

ভানুর শপথ, তার কিরণের আর
চন্দ্রের শপথ যবে পাছে আসে তার।
দিবসের দিব্য আর প্রকাশে যখন,
রাত্রের শপথ যবে করে আচ্ছাদন।
আকাশের দিব্য তারে সৃজেছে যে জন,
ক্ষিতি দিব্য তারে যে করেছে প্রসারণ।
জীবনের দিব্য সুস্থ যে তার রেখেছে
পরে পাপ পুণ্য তার জ্ঞাত করিয়াছে।
সত্যই তাহারে শুদ্ধ করেছে যে জন
লভিয়াছে মুক্তি সেই নিশ্চয় কথন—
সত্যই নিরাশ আর হইয়াছে সেই
মৃত্তিকার সঙ্গে তারে মিশায়েছে যেই।

উদ্ধত্ত বশতঃ নিজ জাতি সমুদের
জেনেছিল মিথ্যাবলি, যবে তাহাদের
সমুত্থান করেছিল হতভাগ্য জন।
তৎপর পরমেশ প্রেরিত যখন
কহিলেক তাহাদিগে, ঈশের উষ্ট্রিকে
আর জলপান সবে করাও তাহাকে,
পরেতে তাহারা তারে অসত্য জানিল
পদগুলি অতঃপর কর্ত্তন করিল,
প্রতিপালক তাহাদের তাহাদেরে তবে
দোষের কারণ ধ্বংশ করিলেক সবে
অতঃপর তুল্য করি দিলেক তাহায়—
আর তার পশ্চাতেতে করে নাকো ভয়!

বলদ্।

(দাতা ও দয়ালু ঈশ্বরের নামে আরম্ভ করিতেছি।)

এই নগরের দিব্য করিতেছি আমি
বদ্ধ আর এ সহরে রহিবে না তুমি।
জনম দাতার দিব্য জাতকের আর,
অবশ্য অবশ্য যেন দুঃখের,মাঝার

মানব নিচয়ে আমি ক'রেছি স্থজন।
ভাবিছে কি এই বাক্য মনে সেই জন,
হবেনা ক্ষমতাবান হবেনা কখন
তাহার উপরে আর কভু কোন জন।
বলে রাশি রাশি ধন করিয়াছি ব্যয়
সে কি মনে ভাবে কেহ দেখিনিকো তায়
ক'রিনি কি স্থষ্টি আমি তাহার কারণ
ওষ্ঠদ্বয় এক জিহ্বা দুইটী নয়ন,
পথ-দ্বয় করিয়াছি তারে প্রদর্শন ;
অতঃ কঠিনের পথে এল না সে জন।
কি যে সে কাঠিন তুমি জেনেছ কি আর,
গ্রীবা মুক্ত করা কিংবা সময়ে ক্ষুধার
নিরাশ্রয় জ্ঞাতি কিম্বা ভূ-তলে শয়ান
অনাথ জনেরে ভোজ্য বস্তু করা দান।
সেই সর্ব্বলোক ভুক্ত হইল তৎপর
এনেছে বিশ্বাস যারা আর পরস্পর
করিতেছে উপদেশ ধৈর্য্যের কারণ,
আর শিক্ষা দিয়া থাকে দয়ার কারণ
ইহারাই যেন সবে নর ভাগ্যশালী।
করিয়াছে যারা মম নিদর্শনাবলী

অবিশ্বাস, তাহারাই হতভাগ্যগণ
তাহাদের প্রতি রুদ্ধ দ্বার হুতাশন।

ফজর।

(দাতা ও দয়ালু ঈশ্বরের নামে আরম্ভ করিতেছি।)

প্রাতের শপথ আর দশ রজনীর,
যুগ এক, আর সেই চলিত রাত্রির।
আছে কি শপথ ইথে জ্ঞানির কারণ?
করনি কি আর তুমি তাহা দরশন,
স্তম্ভধারী আদা'রম যাহার মতন
হয় নাই আর কোন নগরে সৃজন,
কি করিলা তার প্রতি পালক তোমার।
সমুদ জাতীর প্রতি, প্রান্তরেতে আর
কর্ত্তন করিয়াছিল যাহার প্রস্তর।
কীলধারী ফেরাউন প্রতিতে তাহার
উদ্ধত হইয়াছিল যাহারা নগরে,
ক'রেছিল অত্যুৎপাত তথা অতঃপরে।

করিয়াছিলেন অতঃ পালক তোমার
শাস্তির কশাঘাত প্রতি সবাকার।
নির্জ্জনে আছেন তব পালক নিশ্চয়—
অনন্তর কিন্তু যত মানব নিচয়,
যখন তাহারে তার পাতা পরীক্ষয়,
সম্মানিত অতঃপর যখন করয়;
আর তারে করে যবে বিভব প্রদান,
কহে মোর পাতা মোরে ক'রেছে সম্মান।
আর কিন্তু পরীক্ষা করয়ে যবে তায়
অর্থ হ্রাস করি তার উপজীবিকায়,
সে সময়ে সেই জন কহে এ প্রকার
করিয়াছে অপমান পালক আমায়।
কখনই নহে—বরং তোমরা (কখন)
কর না অনাথ জনে মান্য প্রদর্শন,
করিবারে ভোজ্য দান দরিদ্র জনায়
উৎসাহ না করিতেছ তোমরা সবায়।
করিছ তোমরা স্বত্ব ভোগ অতিশয়
প্রভুত প্রেমেতে ধনে করিছ প্রণয়।
না—না—যবে খণ্ড হ'য়ে ভগ্ন হবে ধরা
আসিবে পালক তব, দেবতা বৃন্দেরা

শ্রেণীবদ্ধ হয়ে যবে সবে দাঁড়াইবে,
সে দিন নিরয় আনয়ন করা হবে।
উপজা করিবে নর সে দিন স্বীকার,
সম্মত হইতে কোথা সময় তাহার ?
কহিবেক হায়! স্বীয় জীবন কারণ
পূর্ব্বে করিতাম কিছু যদ্যপি প্রেরণ!
অনন্তর সে দিবস তাঁহার মতন
নাহি প্রদানিবে শাস্তি অন্য কোন জন।
কেহ বান্ধিবে না আর তাঁহার সমান।
সন্তোষ ভাবেতে ফিরি যাও সুখী-প্রাণ,
প্রসন্নতা প্রাপ্ত স্বীয় পাতার দিকেতে
মনোনীত হইয়াছে, তাহার পরেতে
প্রবেশহ মম দাস-বৃন্দের মাঝার,
প্রবেশ করহ মম স্বর্গলোকে আর।

গাশিয়া।

(দাতা ও দয়ালু ঈশ্বরের নামে আরম্ভ করিতেছি।)

এসেছে ঢাকক কথা তব সন্নিধান ?
কত আস্য সেই দিন হবে অপমান,

কার্য্যকরী পরিশ্রমি প্রবেশ করিবে
প্রজ্বলিতানলে, পান করান হইবে
অত্যুষ্ণ প্রণালী পয়, না রহিবে আর
জরি ভিন্ন তাহাদের অপর আহার,
নাহি হবে তাহে দেহ তুষ্টির সাধ,
আর না হইবে তাহে ক্ষুধা নিবারণ॥
সেদিন লভিবে স্ফূর্ত্তী কত যে আনন,
সন্তুষ্ট রহিবে কার্য্য বিষয়ে আপন।
উন্নত স্বরগ ভূমে তুমি কদাচন
বৃথা বাক্য রাশি নাহি করিবে শ্রবণ,
তথায় প্রবাহমানা প্রণালী জীবন,
রহিয়াছে আর সর্ব্ব উচ্চ সিংহাসন,
জলপাত্রপুঞ্জ আর স্থাপিত তথায়,
শ্রেণীবদ্ধ ভাবে আছে উপাধানচয়।
বিস্তৃত র'য়েছে তথা শয়াণ বিস্তর।
না হেরিছে উষ্ট্র প্রতি তারা অতঃপর
কি রূপেতে হইয়াছে তাদের সৃজন,
শূন্য ভাগে উন্নমিত হ'য়েছে কেমন,
অচলের দিকে আর কিরূপে স্থাপিত,
ভূমিতলে কেমনে হ'য়েছে প্রসারিত।

অতঃপর কর তুমি উপদেশ দান,
শিক্ষা দাতা ভিন্ন তুমি অন্য নহে আন।
তাদের বিষয়ে নেতা নহ কদাচন।
(কিন্তু) বিমুখ ও ধর্মদ্রোহি হ'য়েছে যে জন,
সু-কঠিন দণ্ডে দণ্ড বিধান করিবে
পরে ঈশ তারে, পুনঃ আসিতে হইবে
আমার দিকেতে তারে, তৎপর আবার
মম সমীপেতে এর তাদের বিচার।

আলা।

(দাতা ও দয়ালু ঈশ্বরের নামে আরম্ভ করিতেছি।)

সু-মহান পালকের নামেতে আপন
পবিত্রতা যাহা, তুমি করহ বর্ণন।
করিয়াছে সৃষ্টি যেই পরে সংগঠিত,
যেই জন আর করিয়াছে নিয়মিত—
অবশেষে করিয়াছে পথ প্রদর্শন ;
আর শস্য করিয়াছে প্রকাশ যে জন,
শুষ্ক ও মলিন পরে করিয়াছে তায়।
পাঠ শিক্ষা দিব আমি অচিরে তোমায়।

অবশেষে পরমেশ যা করে মনন
১১ নাহি হবে তুমি তাহা ভিন্ন বিস্মরণ।
সু-নিশ্চয় রহিয়াছে জ্ঞাত সেই জন,
প্রকাশ অথবা যাহা র'য়েছে গোপন।
করিবারে আর ধর্ম্মে সরল বিধান,
করিব তোমারে আমি সহায়তা দান।
১৫ অনন্তর উপদেশ কর—যদি হয়,
উপদেশে কোনরূপ শুভ ফলদয়।
অবশ্য সে ব্যক্তি—ভয় করে যেই জন
অচিরেতে উপদেশ করিবে গ্রহণ;
আর তাহা হ'তে সেই দূরেতে রহিবে,
২০ দুর্ভাগা যে মহানলে প্রবেশ করিবে।
তৎপরে তাহার মাঝে (জেন) সেই জন,
বাঁচিবে না কিম্বা তার হবে না মরণ।
মুক্তি পাইয়াছে সেই ব্যক্তি সু-নিশ্চয়
হ'য়েছে পবিত্র সেই, আপন প্রভুর
২৫ স্মরিয়াছে, উপাসনা করিয়াছে আর;
বরং পছন্দ করে জীবন সংসার—
অতীব উত্তম আর হয় পরকাল,
সর্ব্বদাই স্থায়ী (ইহা রবে চিরকাল)।

পূর্ব্বের পুস্তকে ইহা নিশ্চয় নিহিত
এব্রাহিম ও মুশা-গ্রন্থে র'য়েছে লিখিত

তারেক।

(দাতা ও দয়ালু ঈশ্বরের নামে আরম্ভ করিতেছি।)

নভ, রাত্রে আগমণকারীর শপথ
কি সে রাত্রে আসে তুমি আছ কি তা জ্ঞাত ?
প্রদীপ্ত তারকা। হেন নাহিক জীবন
তাহার উপরে নাই রক্ষক এমন।
অনন্তর কর্ত্তব্য যে দেখয়ে মানব,
কি বস্তুতে হইয়াছে তাদের উদ্ভব।
বেগবান বারি দ্বারা সৃজন তাদের,
পৃষ্ঠ-দেশ অস্থি দ্বারা জেন জনকের,
আর মাতা বক্ষ হ'তে বিনির্গত হয়।
পুনরায় আনিবারে তাহারে নিশ্চয়,
অবশ্য ক্ষমতাবান সেই জন হয়।
যে দিন পরীক্ষা হবে গুপ্ত বাক্যচয়।
তবে কোন ব্যক্তি জেন না রহিবে তার
সহায় হইতে—কেহ রহিবে না আর

মেঘ মুক্তাকাশ দিব্য বিদীর্ণ ধরার
সু-নিশ্চয় এই বাক্য সিদ্ধ মিমাংসার
আর তাহা নহে কভু মিথ্যা বাক্যচয়
ছলেতে ছলনা তারা করয়ে নিশ্চয়.
(আমি) ছলেতে ছলনা ক'রে থাকি অতঃপর
অবিশ্বাসীগণে তুমি দাও অনন্তর
অবসর, এক কাল দাও অবসর।

বরুজ।

(দাতা ও দয়ালু ঈশ্বরের নামে আরম্ভ করিতেছি।)

বরুজ যুক্ত আকাশের স্বীকৃত দিনের,
উপস্থিত আর দিব্য উপস্থাগিতের।
কাষ্ঠ সমন্বিত অগ্নিকুণ্ডবাসীগণ,
হইয়াছে তাহাদের জীব সমাপন
বসিয়া আছিল যবে নিকটে তাহার।
বিশ্বাসীগণের প্রতি যেরূপ আচার
করিত তাহারা, আর ছিল উপস্থিত।
আর সেই মহা প্রয়াক্রান্ত প্রশংসিত
পরমেশ, স্বর্গ মর্ত্ত রাজত্ব যাঁহার

বিশ্বাস স্থাপন করা উপরে তাঁহার ;
এ ব্যতীত অপরাধ নাহিক ধরিত
আর ঈশ সর্ব্ব বিষয়েতে উপস্থিত ।
বিশ্বাসী মানব কিম্বা মানবী নিচয়
এই সবে দুঃখ যারা দিয়াছে—নিশ্চয়
অনুতাপ অতঃপর নাহি করিয়াছে—
তাদের কারণ নরকের দণ্ড আছে ।
রহিয়াছে তাহাদের কারণ সবার,
দহনের মহা শাস্তি (জেন তুমি) আর ।
নিশ্চয় ক'রেছে যারা বিশ্বাস স্থাপন ।
সৎকার্য্য করিয়াছে যেই নরগণ—
তা:দর কারণ আছে সেই স্বর্গোদ্যান
নিম্নেতে নদীমালা যায় বহমান ।
মহা মনবাঞ্ছা প্রাপ্ত ইহাই সে হয়
তব পালকের ক্ষিতি কঠিন নিশ্চয় ।
প্রথম বারেতে তিনি করেন সৃজন—
করিবেন দ্বিতীয়তে নিশ্চয় কথন
আর ক্ষমাশীল বন্ধু হয় সেই জন ।
সম্মানীত অরশের তিনিই রাজন ।
করেন সে কার্য্য—যাহা ইচ্ছা হয় তাঁর

এসেছে কি এ সংবাদ সন্নিধে তোমার?
ফেরাউন সমূদের সৈন্যের ব্যাপার?
বরং হ'য়েছে যারা অবিশ্বাসী আর
মিথ্যা জানিবার মধ্যে র'য়েছে নিশ্চয়
পশ্চাৎ হইতে ঈশ তাহা সবাকার
আছেন ঘিরিয়া। ও কোরাণ সম্মাণিত
লৌহ ফলকের মাঝে আছে সংরক্ষিত

এন্শেকাক্।

(দাতা ও দয়ালু ঈশ্বরের নামে আরম্ভ করিতেছি।)

আকাশ বিদীর্ণ যবে হইয়া যাইবে—
স্বীয় পাতা আজ্ঞা আর শ্রবণ করিবে—
উপযুক্ত হয় সে তা করিতে শ্রবণ।
ধরা যবে হবে আর আকৃষ্ট যখন,
আর তার মধ্যে যাহা নিক্ষেপ করিবে,
আর সে সকল শূন্য হইয়া যাইবে,
স্বীয় পালকের জন্য করিবে শ্রবণ—
উপযুক্ত হয় সেই তাহার কারণ

হে মানব! ধ্রুব তুমি কর্ম্মে যত্নবান,
হইবে সাক্ষাৎ কার তাঁর সন্নিধান
পরেতে দক্ষিণ করে যেই জনে আর
প্রদত্ত হয়েছে কর্ম্ম-লিখন তাহার।
অতঃপর সেই জন সহজ বিধানে
হবে বিচারিত, আর প্রফুল্ল আননে
ফিরিয়া যাইবে সেই স্বীয় পরিজনে।
অসম্ভব কিন্তু পৃষ্ঠ পশ্চাতেতে যার
হইয়াছে কার্য্য-লিপি প্রদত্ত তাহার
পরেতে অবশ্য সেই ডাকিবে মরণ।
আর নিরয়ের মুখে করিবে গমন।
সন্তুষ্ট সে নিজগণে নিশ্চয় আছিল
আর ধ্রুব এই বাক্য মনে ভেবেছিল।
কভু নাহি আর সেই আসিবেক ফিরে।
নহে-ধ্রুব পাতা তার দেখেছিল তারে
অথ দিব্য করিতেছি রক্তাভ সন্ধ্যার।
রাত্রের, ও যেই বস্তু করিছে যোগাড়
আর সে চন্দ্রের যবে আইসে পশ্চাতে
অবশ্য এক হতে যাবে অন্য অবস্থাতে
অথ কি ঘটেছে আস্থা নাহিক করিছে?

কোরাণ পাঠের কালে নাহি প্রণমিছে।
প্রত্যুত্ত কহয়ে মিথ্যা অবিশ্বাসীগণ
অন্তরেতে আর তারা করে যা গোপন
পরমেশ ভাল মতে জ্ঞাত তা আছয়
পরে তুমি দুঃখ-কর দণ্ডের বিষয়
দাও সু-সংবাদ, পরে যারা আনিয়াছে
বিশ্বাস আর সৎকর্ম্ম করিয়াছে,
অখণ্ডিত পুরস্কার তাহাদের আছে।

তৎফিফ।

(দাতা ও দয়ালু ঈশ্বরের নামে আরম্ভ করিতেছি।)

আক্ষেপ তাদের প্রতি ক'রে থাকে যারা
অসম্পূর্ণ পরিমাণ, কয়রে তাহারা
পরিমাণ অন্য জন কারণ যখন
সম্পূর্ণ রূপেতে থাকে করিয়া গ্রহণ।
আর পরিমাণ দেয় তাহাদিগে যবে
অথবা ওজন করি দেয় তাহা সবে,
দেয় ন্যূন করি, এই সর্ব্ব নরগণ
জানে না কি এক মহাদিনের কারণ

উত্থাপিত হবে ? যেই দিবস দাঁড়াবে
জগতের পালকের অগ্র লোক সবে।
কভু নহে—দুষ্ট মানবের সু-নিশ্চয়.
কার্য্য-লিপি সিজ্জিনেতে অবশ্য আছয়।
কি বস্তু সিজ্জিন তুমি আছ কি তা জ্ঞাত ?
লিখিত পুস্তক ইহা করা একত্রিত।
সে দিন অসত্য জানা লোকের কারণ
আক্ষেপ, জানিছে যারা অসত্য কথন
বিচার দিবসে. সীমা উলঙ্ঘনী জনে
পাপী ব্যতিরেকে তারে মিথ্যা নাহি জানে।
তার সমীপেতে মম শ্লোকচয় যবে
হয় পাঠ, পূর্ব্ব গাথা বলি কহে তবে।
কভু না—বরং যেই আচরণ সবে
করিতে আছিল, তাহা তাদের অন্তরে
ধরিয়াছে মলিনতা, না—না—সু-নিশ্চিত
সে দিবস স্বীয় পাতা হতে লুক্কাইত
হইবে তাহারা. সু-নিশ্চয় অবশেষ
নিরয়ে অবশ্য তারা করিবে প্রবেশ।
অতঃপর তাহাদিগে ইহা বলা হবে,
ইহা সেই বস্তু, মিথ্যা জানিতে যা সবে।

না—না—সু-নিশ্চয় কার্য্য-লিপি সাধুদের
অবশ্য নিহিত আছে মাঝে ইল্লিনের।
ইল্লিন কি বস্তু তুমি আছ কি তা জ্ঞাত?
লিখিত পুস্তক ইহা করা একত্রিত।
পরমেশ সন্নিকটবর্ত্তী দেবচয়
তাঁহার নিকটে সবে উপস্থিত হয়,
ধ্রুব সম্পদের মাঝে রবে সাধুগণ,
সিংহাসন, পরি করিবেক নিরীক্ষণ।
আননমণ্ডল হতে তুমি তাহাদের
করিবে দর্শন স্ফূর্ত্তি মহা সম্পদের।
বিশুদ্ধ মোহর আঁটা সুরা হতে সবে
তাহা সবাকারে পান করান হইবে,
মোহরের বস্তু হবে মৃগ নাভি তার,
ইচ্ছুকে করয়ে ইচ্ছা উচিৎ ইহার।
তস্নিম হইতে আর তাহার মিশ্রন,
(জেন তুমি) উহা হয় এক প্রস্রবন;
ঈশ সন্নিহিত পিয়ে তাহার জীবন।
নিশ্চয় যাহারা ছিল অপরাধীগণ,
বিশ্বাসী-বৃন্দের প্রতি বিদ্রুপ করিত
তাহাদের কাছে যবে উপস্থিত হ'ত,

করিত কটাক্ষ পাত তবে পরস্পর,
ফিরিয়া যাইত যবে দলে অতঃপর।
বৃথা বাক্য-রাশি ব্যয় করিত তখন।
আর তাহা সবে যবে করিত দর্শন,
ইহারা নিশ্চয় আছে বিপথে কহিত।
আর তাহাদের রক্ষা হয় নি প্রেরিত।
বিশ্বাসীবৃন্দেরা আজি সবে অনন্তর,
হাস্য করিতেছে অবিশ্বাসীবৃন্দ পর।
সিংহাসন' পরে বসি করিছে দর্শন,
কহিছে কি বিনিময় হ'য়েছে অর্পন
অবিশ্বাসীগণে কার্য্য করিত যেমন।

এন্‌ফেতার।

(দাতা ও দয়ালু ঈশ্বরের নামে আরম্ভ করিতেছি।)

আকাশ হইয়া যাবে যবে বিদারণ,
আর তারাপুঞ্জ খসি পড়িবে যখন।
বারিধি সকল যবে হবে সঞ্চালিত,
সমাধিস্থ জনে করা হইবে উত্থিত।
প্রতি নর সে সময়ে করিবে দর্শন,
পূর্ব্বেতে তাহারা যাহা করেছে প্রেরণ।

আর পশ্চাতেতে রাখি দিয়াছে যা সবে,
সেই সমুদয় জ্ঞাত তাহারা হইবে ।
হে মানব ! যে তোমারে করেছে সৃজন,
পরেতে যে তোমা করিয়াছে সঙ্গঠন,
অতঃপর করেছে যে সঠিক তোমারে।
ইচ্ছা করিয়াছে সেই যেরূপ আকারে,
করেছে তোমারে সেইরূপ সংযোজিত।
আর কিসে করিয়াছে তোমা প্রবঞ্চিত
সেই সে গৌরবান্বিত পালক বিষয়,
কভু না—বরং শেষ বিচারে নিশ্চয়
মিথ্যা বলি জানিতেছ তোমরা অন্তরে,
ধ্রুব রক্ষী আছে তোমা সবাকার' পরে।
মহান লেখক তাহা জানেন নিশ্চয়,
করে থাক সবে যেই কর্ম্ম সমুদয়।
নিশ্চিত সম্পদ মাঝে রবে সাধুগণ
অবশ্য নরকে রহিবেক পাপী জন।
বিচারের দিনে তথা প্রবেশ করিবে,
আর সেথা হ'তে নাহি অন্তর্হিত হবে।
জ্ঞাত করিয়াছে কোন বস্তুতে তোমারে
কিবা বিচারের দিন ? কিসেতে তৎপরে

জানায়েছে কিসে তোমা দিন বিচারের?
যে দিন মানব কোন অন্য মানবের
বিষয়ে ক্ষমতা কোন নাহিক রাখিবে
ঈশ-আজ্ঞা মাত্র আর সে দিবস রবে।

তক্‌বির।

(দাতা ও দয়ালু ঈশ্বরের নামে আরম্ভ করিতেছি।)

দিবাকর যেই কালে আচ্ছাদিত হবে,
মলিন হইবে তারাপুঞ্জচয় যবে।
অচল সমূহ যবে হবে সঞ্চালিত
আসন্না প্রসবা উষ্ট্রী পরিত্যক্ত হবে।
বনচারী পশুগণ হবে একত্রিত
জীবাত্মা সকল যবে হইবে মিলিত,
হয়েছে যে কন্যাগণ জীবিত প্রোথিত,
জিজ্ঞাসিত হবে কোন্ অপরাধে হত।
আর যবে নদী সর্ব্ব উথলি উঠিবে,
বহু জীব আত্মা যবে একত্রিত হবে।
নরক যখন আর হবে প্রজ্জ্বলিত,
স্বর্গ সন্নিকটে যবে হইবে আনিত।

প্রত্যেক মানব তবে হইবেক জ্ঞাত,
যাহা যাহা করিয়াছে তারা উপস্থিত।
পশ্চাতে গমণকারী—সোজা চলে আর
থামে, দিব্য করিতেছি সেই সবাকার,
আর রজণীর যবে করয়ে গমন,
প্রাতের বিশ্রাম আর লইবে যথন।
ধ্রুব এই বাক্য মহা আজ্ঞাবাহকের
শক্তিশালী মান্যমান নিকটে ঈশের।
গৌরবেতে মান্য তথা হয়েছে কথন
আর তব বন্ধু নহে উন্মাদ কখন,
সত্য সত্য স্পষ্ট করিয়াছে দরশন
গগণের প্রান্তে তায়, নহে সে কৃপণ
অদৃশ্য বাক্যের হেতু, নহে কদাচন
ইহা মরদুদ বা শয়তান কথন।
অতঃপর কোথা সবে করিছ গমন
ক্ষিতি উপদেশ ভিন্ন নহে কদাচন।
তোমাদের মাঝে যেই মনন করিবে
সরল পথেতে সেই মানব চলিবে।
আর জগতের পাতা পরম ঈশের
ইচ্ছা ভিন্ন ইচ্ছা নাহি হয় তোমাদের।

আবাস।

(দাতা ও দয়ালু ঈশ্বরের নামে আরম্ভ করিতেছি।)

বিকৃত করিল আর ফিরাল আনন
যে হেতু এসেছে তার কাছে অন্ধ জন
কোন্ বস্তবলে তোমা করিয়াছে জ্ঞাত ?
সম্ভবতঃ সেই জন পবিত্র হইত !
শ্রবণ করিত কিম্বা উপদেশ আর
যা হ'তে হইত তার মহা উপকার
অগ্রাহ্যে নিশ্চিন্ত হয়ে আছে যেই জন,
করিতেছ তুমি তার কারণ যতন।
পবিত্রতা লাভ তার না হওয়া কারণ
তব প্রতি তিরস্কার কি আছে এমন ?
ছুটিয়া এসেছে যেই নিকটে তোমার
যেই জন ঈশে ভয় করিতেছে আর।
অনন্তর (মোহাম্মদ) তাহার সকাশ
করিতেছ তুমি এবে উপেক্ষা প্রকাশ,
কভু নহে—উপদেশ ইহা সু-নিশ্চয়
ইচ্ছা যার সেই জন আবৃত্তি করয়।
মহাত্মা লেখকবৃন্দ কর্ত্তৃক লিখিত।
হইয়াছে সম্মানিত পুস্তকে উন্নত।

বিনষ্ট হউক যত মানব সকল
কোন্ বস্তু তাহা সবে বিদ্রোহি করিল
কোন্ দ্রব্য হতে তিনি তাদিগে সৃজন
করেছেন—শুক্র ভিন্ন নহে কদাচন।
নিয়মিত করেছেন তারে অনন্তর
প্রসবের পক্ষে সোজা পথ অতঃপর।
বিনাশ তাহারে করিলেন তৎপরেতে
রাখালেন অবশেষ তারে সমাধিতে
পরেতে তাঁহার ইচ্ছা হইবে যখন
উঠাবেন তারে পুনঃ সঞ্চারি জীবন।
না—না—তারে যে আদেশ করিল তখন
এখনও করেনি সেই তাহা সম্পাদন।
অনন্তর মানবের সমুচিত হয়
স্বীয় অন্নে দৃষ্টিক্ষেপ তাহারা করয়।
বারি বরিষণ আমি করেছি নিশ্চয়
বিদারণ করিয়াছি ক্ষেত্রপুঞ্জচয়,
করেছি উৎপন্ন পুনঃ মধ্য হতে তার
শস্য দ্রাক্ষা সেও খোর্মা জয়তুন আর।
ঘন পাদপেতে ভরা উদ্যান সকল
করিয়াছি উৎপাদন তৃন আর ফল

আর পশু তোমাদের লাভের কারণ
করেছি এ সমুদয় আমি উৎপাদন।
অপিচ গম্ভীর শব্দ হইবে যখন
মাতা পিতা ভার্য্যা পুত্র হতে নরগণ।
যে সময় করিবেক সবে পলায়ন
প্রত্যেকের মনে ভাব উদিবে এমন,
পরকীয় চিন্তা হতে নিশ্চিন্ত রহিবে
বহু আস্য সেই দিন সহাস্য হইবে।
মলিন হইবে আর কত যে আনন,
করিবে কালিমা রাশি তাহা অচ্ছাদন।
ইহারাই জেন সেই মানব সকল
দুরাচার দুর্ব্বিনীত অবিশ্বাসী দল।

নাজেয়াত।

(দাতা ও দয়ালু ঈশ্বরের নামে আরম্ভ করিতেছি।)

দিব্য সেই দেবতার
ডুবিয়া যাহারা
বল প্রয়োগেতে প্রাণ করে আকর্ষন।

শপথ জানিও আর
হয় সেই দেবতার
উন্মুক্ত করিয়া দেয় প্রাণের বন্ধন ॥
শপথ জানিও আর
হয় সেই দেবতার
লয়ে প্রাণ বায়ু মাঝে করে সন্তরণ।
অপিচ শপথ আর
হয় সেই দেবতার
পরস্পর অগ্রে যারা করয়ে গমন ॥
তৎপর সে দেবতার
শপথ জানিও আর
করয়ে যাহারা কার্য্য তত্ত্ব অবধান।
যে দিন স্পন্দনকারী
মহা পর্ব্বতের সারী
মহা স্পন্দনেতে সব হবে কম্পবান ॥
অনুবর্ত্তী যা তাহার
সকলে আসিবে আর
জানিও পশ্চাতে তার জানিও নিশ্চয়।

বহু আত্মা সেই দিন
হইবেক দৃষ্টি ক্ষীণ
দুরু দুরু করিবেক তাদের হৃদয়॥
যবে বলিতেছে তারা
গলিতাস্থি হব মোরা
হইব কি পরিণত পূর্ব্ব অবস্থায়?
উত্তর করিছে তারা
সে সময়ে আসা ফেরা
বিচারের স্থল হতে মহানিষ্ট তায়।
ধমক ব্যতীত উহা অন্য কিছু নয়॥
পরে অকস্মাৎ জেন তাহারা সকলে
আসিবেক ফিরি সবে বিচারের স্থলে।
আসে নি কি তব কাছে বৃত্তান্ত মুশার?
ডাকিয়া লইয়া যবে পালক তাহার
(বিশুদ্ধ) পূণ্য'তোয়া প্রান্তে তারে কহিল এমন।
ফেরাউন সমীপেতে করহ গমন
করিয়াছে সে নিশ্চয় সীমার লঙ্ঘন;
জিজ্ঞাসহ অনন্তর তাহারে এখন
আছে কি পবিত্র লাভে বাসনা তোমার?
নিশ্চয় করিব আমি প্রদর্শন আর
তব পালকের দিকে পথ প্রদর্শন
নিশ্চয় পরেতে ভীত হইবে তখন

অকাট্য প্রমাণ যবে পরে দেখাইল
মিথ্যা সে জানিল আর গরব করিল ।
অতঃপর করিল সে পৃষ্ঠ প্রদর্শন
করিল একত্রিভূত বহু লোক জন
পরেতে, ডাকিল আর কহিলেক পাছে
আমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পাতা পালকের মাঝে ।
ইহ পরকাল শাস্তি তরে অবশেষ
ধরিলেন (জেন সবে) তারে পরমেশ
নিহিত ইহার মাঝে জানিও নিশ্চয়,
ভীত মানবের পক্ষে উপদেশচয় ।
সুদৃঢ় আকাশ কিম্বা তোমরা সবায়
পরমেশ করেছেন নির্ম্মাণ তাহায় ।
করেছেন তিনি তার ছাদ সমুন্নত,
পরে করেছেন তায় সমুচিত মত ।
রজণীকে আচ্ছাদিত করেছেন আর,
করেছেন নির্গমন রৌদ্রকে তাহার।
পরে করেছেন তিনি ভূমি প্রসারণ,
করেছেন জল' শস্য তাহা হ'তে উৎপন
তোমাদের পশু আর তোমা সবাকার—
তরেতে প্রোথিত গিরি—যাহে উপকার ।

অপিচ আসিবে মহা বিপদ যখন,
স্বীয় পূর্ব্ব চেষ্টা লোক স্মরিবে তখন।
অনন্তর যেই জন করিছে দর্শন
নরক প্রকাশ হবে তাহার কারণ
যে করেছে অনন্তর সীমার লঙ্ঘন
করেছে স্বীকার আর পার্থিক জীবন
জানিও সকলে তার পক্ষে সু-নিশ্চয়
সেই সে নিরয় বাস উপযুক্ত হয়
আর যেই ব্যক্তি স্বীয় পালকের কাছে
সম্মুখীন হতে মহা ভয় পাইয়াছে
ক্ষান্ত যে করেছে নিজ মনবাঞ্ছাচয়
স্বর্গ তার বাসস্থান জানিও নিশ্চয়
জিজ্ঞাসিছে তোমা "কবে হইবে উত্থান
সে বিষয়ে রহিয়াছে তোমার কি জ্ঞান?
তব পালকেতে সীমা আবদ্ধ নিশ্চয়
ভয় প্রদর্শক ভিন্ন তুমি অন্য নয়
যে দিন তাহারা উহা করিবে দর্শন
এক সন্ধ্যা প্রাতঃ ভিন্ন না হয় কথন।

নাবা।

(দাতা ও দয়ালু ঈশ্বরের নামে আরম্ভ করিতেছি।)

কি বিষয় পরস্পর জিজ্ঞাসিছে ওরা
সে মহা সম্বাদ যাহে বিরোধী তাহারা
না—না—অবিলম্বে তারা জানিতে পারিবে
তৎপরেতে না—না—তারা শীঘ্রই জানিবে
করিনি কি সৃষ্টি আমি শয্যা ভূমিতলে
কিলক স্বরূপ আর যতেক অচলে
(আর) তোমা সবে করিয়াছি যুগলে সৃজন
নিদ্রা তব হেতু সৃষ্টি আরাম কারণ
আর রজনীরে করিয়াছি আবরণ
জিবীকা অর্জ্জন হেতু দিবসে সৃজন
তব' পরে দৃঢ় সপ্ত আকাশ নির্ম্মাণ
করিয়াছি, সৃষ্টি আমি দীপ জ্যোতিষ্মান ;
করেছি বারিদ হ'তে বারির পতন
করিয়াছি যেই হেতু তা হতে উৎপন
মিলিত উদ্যান আর শস্যোদ্ভিদচয়
বিচারের দিন ধার্য্য হয়েছে নিশ্চয়

যে দিবস বংশী মধ্যে ফুৎকার হইবে,
সে সময়ে দলে দলে তোমরা আসিবে।
আকাশ উন্মুক্ত হবে সে সময়ে আর
হইয়া যাইবে পরে বহু বহু দ্বার।
চালিত হইবে তবে অচল সকল,
বালুকার তুল্য তাহা হবে অবিকল।
গোপনে নিরয় সত্য আছে বর্ত্তমান,
দুর্ব্বিনীত মানবের আবাসের স্থান।
পাপীগণ তার মাঝে বহুকাল রবে,
শীতল পাণীয়াস্বাদ তারা নাহি পাবে।
কেবল জানিবে উষ্ণ আর পুঁজময়,
দেওয়া হবে সমুচিত সবে বিনিময়।
করিত না বিচারাশা তাহারা কখন,
অসত্য বলিয়াছিল মম নিদর্শন।
প্রত্যেক বিষয় আমি করেছি লিখন,
অতঃপর কর সবে আস্বাদ গ্রহণ।
শাস্তি ভিন্ন অন্য কিছু তোমা সবাপর
করা হবে নাকো জেন বেশী অনন্তর।
ধর্ম্ম ভীত মানবের কারণ নিশ্চয়,
সিদ্ধ মনস্কামোদ্যান দ্রাক্ষা তরুচয়।

সমবয়সের আর নবীনা যুবতী
পরিপূর্ণ পান পাত্র রহিয়াছে নিতি।
শুনিবেনা কভু তথা তারা সমুদয়
৪০ অনর্থক মিথ্যা কথা জানিও নিশ্চয়।
পালকের পক্ষ হ'তে জানিও তোমারে,
বিনিময় হবে দান হিসাবানুসারে।
আকাশ অথবা যেন ভূমিতল মাঝে,
যাহা কিছু বর্ত্তমান উভে রহিয়াছে
৪৫ সেই সকলের পাতা তিনি মহাদাতা,
নারিবে প্রতাপে তাঁর কহিবারে কথা।
যে দিবস আত্মা আর দেবগণ সবে,
শ্রেনীবদ্ধ হয়ে সবে দাঁড়াইয়া রবে।
যারে অনুমতি ঈশ করিবে তখন,
সে ব্যতীত অন্যে কথা কবেনা কখন।
৫০ আর সে বলিবে সত্য উত্তম নিশ্চয়—
এইদিন জেন সবে মহাসত্য হয়।
অনন্তর ইচ্ছা করিবেক যেই জন,
লউক পাতার কাছে আশ্রয় গ্রহণ।
৫৫ আমি তোমা সবে ইহা জানিও নিশ্চয়,
সন্নিকট শাস্তি হতে দেখাতেছি ভয়,

মানবের হস্ত অগ্রে পাঠায়েছে যাহা,
সেদিন প্রত্যেক নর হেরিবেক তাহা।
হায়! কহিবেক যত অবিশ্বাসীগণ,
মৃত্তিকা হলেও মোরা আছিল উত্তম।

সমাপ্ত।

পরিশিষ্ট ।

ফাতেহা।

সুরা * ফাতেহা—উদ্ঘাটিকা, যাহার দ্বারায় কোন কার্য্য আরম্ভ করা যায়; এস্থলে এই সুরা হইতে কোরাণ আরম্ভ বলিয়া ইহার নাম ফাতেহা হইয়াছে। ফাতেহা ভিন্ন ইহার আরও অনেক নাম আছে যথা—শেফা (আরোগ্যকারী), কনূজ (ভাণ্ডার, খাজনা) রুকয়া (মন্ত্র), নাজাত (মুক্তি), ইত্যাদি— এই সুরায় সাতটী আয়ত আছে।

অবতীর্ণ।

ফাতেহা সুরা মক্কা ও মদিনায় অবতীর্ণ হয়। কথিত আছে যে, একদা হজরত মোহাম্মাদ মক্কা-প্রান্তর পথ দিয়া গমন করিতে ছিলেন, এমত সময়ে কে যেন উর্দ্ধ হইতে তাঁহাকে তাঁহার নাম ধরিয়া ডাকিতেছে শুনিতে পাইলেন। শ্রবণ মাত্রেই তিনি আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিলেন যে, সুবর্ণ সিংহাসনোপরি দণ্ডায়মান এক জ্যোতিষ্মান পুরুষ তাঁহাকে ডাকিতেছেন, তদবলোকনে তিনি ভীত হইয়া পলায়ন করিলেন এবং গৃহে আসিয়া খদিজা বিবির পিতৃব্য পুত্র অরকাকে এই সম্বাদ জ্ঞাপন করিলেন। সু-পণ্ডিত অরকা তাঁহার মুখে এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই জ্যোতিষ্মান পুরুষ কি বলেন শ্রবণ করিবার জন্য তাঁহাকে উপদেশ দিলেন। অতঃপর যখন পুনরায় সেই মহা পুরুষের আবির্ভাব হইল তখন

---

* সুরা অধ্যায়।

হজরত মোহাম্মাদ অর কার উপদেশানুসারে ভয় না পাইয়া তাঁহার বাক্যশ্রবণ করিতে লাগিলেন। সেই জ্যোতিষ্মান পুরুষ তাঁহাকে এই কথাবলিলেন "হে মোহাম্মাদ ! আমি স্বর্গীয় দূত জেব্রাইল এবং তুমি সংবাদ দাতা (নবি)" আমি সাক্ষ্য দান করিতেছি "ঈশ্বর ব্যতীত উপাস্য নাই মোহাম্মাদ ঈশ্বরের প্রেরিত"। অতঃপর তিনি এই ফাতেহা সুরার সম্পূর্ণ আবৃত্তি করিলেন।

স্তুতি—প্রশংসা। শেষ বিচারাধিপতি—কেয়ামতের * মালিক।

তোমাকেই মাত্র———————

———————সাহায্য প্রার্থনা।

হে ঈশ্বর! আমরা তোমারই আরাধনা করি যেহেতু, তুমি ভিন্ন আর উপাস্য নাই এবং আমরা তোমারই নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করি ; কেননা এই সংসারিক-জীবনের মোহ মায়া ও সেই শেষ বিচার দিবসের মহাশঙ্কা হইতে আমরা তোমার সাহায্য ব্যতিরেকে কথনই নিরাপদে থাকিতে পারিব না। যেহেতু সে দিবস

---

* যে সময়ে ঈশ্বরের আদেশানুসারে জগতে মহা প্রলয় হইবে, সেই সময়ে ঈশ্বরাজ্ঞায় ভূগর্ভ হইতে সমুদয় জীবকে উত্থাপিত করা হইবে এবং সেই দিন জেন * এবং মনুষ্যের বিচার হইবে। এই বিচারের দিনকে কেয়ামত বলে।

---

* মনুষ্য মৃত্তিকা হইতে এবং জেন অগ্নি শিখা হইতে সৃষ্টি হইয়াছে।

কোনও মনুষ্যের অপর মনুষ্যকে সাহায্য করিবার ক্ষমতা থাকিবে না। কেবল মাত্র তোমারই আজ্ঞা থাকিবে।

সোজা পথ—সরল পথ। তোমার আদেশ প্রতিপালন ও নিষেধ বর্জ্জন করিবার পথ, কোরাণ ও হাদিসের * অনুসরণ করিবার পথ।

করেছ করুণা——————বরিষণ।

যাহাতে তুমি করুণা বর্ষিয়াছ। অর্থাৎ যে পথে তোমার অসন্তুষ্টি নাই, রাগ নাই সেই পথ।

নহে সেই——————অভিশাপ।

সেই ইহুদীগণের পথ নয়—যে পথে তুমি অভিশম্পাৎ করিয়াছ।

যাহারা সুপথ——————পাপ।]

যাহারা সরল পথ হারাইয়াছে অর্থাৎ খৃষ্টিয়ানগণ উত্তম পথ হারা হইয়াছে তাহারা সদা পাপ করিতেছে ক্ষণেকের জন্যেও তাহারা ঈশ্বরাদেশ পালন করে না সুতরাং আমাদিগকে ঐ উভয় দলের (খৃষ্টিয়ান ও ইহুদী দিগের) পথ প্রদর্শন করিও না।

---

* বাণী

নাস্।

নাস্—মনুষ্য।

এই সুরাতে ছয়টী আয়েত আছে।

অবতীর্ণ।

এই সুরা এবং পরবর্ত্তী সুরা ফলক মদিনাতে অবতীর্ণ হয়।

লবিদ বেনে আসম নামক এক ইহুদী হজরত মোহাম্মাদের প্রতি ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়া করে। সে হজরতের একটী চিরুনি ও একগাছি কেশে মন্ত্র পাঠ করিয়া বানি জরিফ নামক কোন মদিনাবাসির উদ্যানস্থিত কুপের মধ্যে রাখিয়াছিল। এইরূপ করায় হজরতের স্মৃতিশক্তি স্বল্প হইয়া যায় এবং তাঁহার কোন কোন সম্পাদিত কার্য্যের বিষয় বিস্মৃতি ঘটিতে থাকে। এক দিবস মোহাম্মাদ ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করায় পরমেশ্বর লবিদ বেনে আসমের কৃত ঐন্দ্রজালিক ব্যাপারের সংবাদ প্রেরণ করিলেন, তৎপরে হজরত সেই উদ্যানে যাইয়া সেই চিরুনি এবং কেশ দেখিতে পাইলেন। কেশটীতে একাদশটী গন্থি ছিল। এই সময়ে সুরা নাস্ ও ফলক অবতীর্ণ হয়। এই দুইটী সুরাতে ক্রমান্বয়ে ছয়টী ও পাঁচটী আয়ত আছে, হজরত মোহাম্মাদ পরমেশ্বরের আজ্ঞায় এক একটী আয়ত পাঠ করিয়া এক একটী গ্রন্থি খুলিলেন। এইরূপে একাদশটী আয়ত পাঠ দ্বারা কেশের একাদশ গ্রন্থি খুলিয়া ফেলায় তাঁহার উপর হইতে ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়া অপসৃত হইয়া গেল।

কহ তুমি———————————

———————————রক্ষা পরকালে।

কহ তুমি (মোহাম্মাদ বল) যে মন্দ কার্য্যের মন্ত্রনা দেয় সেই শয়তান এবং যক্ষ বা দানব (জ্বেন) এবং মানব সন্তান (মনুষ্য) এবং যাহারা কুহকের বলে লুকায় তাহাদের অনিষ্ট হইতে রক্ষা পাইবার জন্য আমি সেই প্রতিপালকের আশ্রয় গ্রহণ করিলাম যিনি সমুদয় মনুষ্যের উপাস্য, সম্রাট এবং দয়াশীল।

ফলক।

ফলক—প্রত্যূষ। ইহাতে পাঁচটী আয়ত আছে।

গ্রন্থি মধ্যে কুহকিনী নারী—যে সকল স্ত্রীলোক গ্রন্থির মধ্যে ফুৎকার দ্বারায় যাদু করে।

এখলাস।

এখলাস—বিশুদ্ধ ইহাতে চারিটী আয়ত আছে।

অবতীর্ণ।

এই সুরা মক্কাতে অবতীর্ণ হয়। কোরেশদিগের মধ্যে কতক-গুলি লোক হজরত মোহাম্মাদকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে, হে মোহাম্মাদ! তুমি আমাদিগকে যাহার উপাসনা করিবার জন্য

আহ্বান করিতেছ সেই ঈশ্বর কিরূপ আমাদিগকে বল। কেহ কেহ বলেন একদা কতকগুলি লোক বলিল হে মোহাম্মাদ। তুমি তোমার পরমেশ্বরের প্রশংসা যাহা তাহা বর্ণণা কর তাহা হইলে আমরা তোমার কথা বিশ্বাস করিব; যে হেতু আমরা তৌরাতে (পুরাতন ধর্ম্মবিধিতে) তাঁহার প্রশংসা দেখিয়াছি এবং আমরা জ্ঞাত আছি। তুমি বল পরমেশ্বর কি আহার করেন, তিনি কাহার উত্তরাধিকারী এবং তাঁহার উত্তরাধিকারী কে? ইহাতেই এই সুরা অবতীর্ণ হয়।

কহ তুমি——————

——————কোন জন

হে মোহাম্মাদ! তুমি বল সেই ঈশ্বর একমাত্র এবং তিনি প্রধান তাঁহার শ্রেষ্ঠ আর কেহ নাই। তিনি কামনা রহিত জন্মদান করেন না, তিনি অজাত তাঁহার তুলনায় সমকক্ষ হইতে পারে এমন কেহই নাই।

লহব।

লহব—শিখা যুক্ত অগ্নি।

এই সুরায় পাঁচটী আয়ত আছে।

অবতীর্ণ।

এই সুরা মক্কায় অবতীর্ণ হয়। ঈশ্বরাজ্ঞানুসারে একদা হজরত মোহাম্মাদ শাফা নামক পর্ব্বতের উপর আরোহণ করিয়া

কোরেশগণকে * আহ্বান করিতে ছিলেন, তাঁহার আহ্বানে বহু কোরেশ তাঁহার নিকট সমবেত হইলে, হজরত মোহাম্মাদ তাহাদিগকে বলিলেন যে, তোমাদিগকে নিহত করিবার মানসে একদল লোক পর্ব্বতের অধোদেশে লুক্কাইত আছে, যদ্যপি আমি তোমাদিগকে তাহাদের অবস্থা বলিয়া দিতে পারি, তাহা হইলে কি তোমরা আমায় বিশ্বাস করিবে? এতদ্ শ্রবণে তাহারা বলিল, "আমরা কেন আপনার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিব না! আমাদের নিকট আপনার কোন মিথ্যা অপবাদ কথনও কেহ বলে নাই।" অতঃপর কোরেশদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া তিনি বলিলেন, "সম্মুখে যে মহা শাস্তি আছে আমি তাহার ভয় প্রদর্শক।" আবুলহব অভিসম্পাত করিয়া বলিল, তুমি এই কারণ ডাকিয়াছ? কেহ বলেন, তাঁহাকে মারিবার জন্য ঐ সময়ে সে দুই হস্তে প্রস্তর উত্তোলন করিয়া হজরতের প্রতি নিক্ষেপোদ্যত হইয়াছিল ইহাতেই এই সুরা অবতীর্ণ হয়।

নাশ হ'ক——————হস্তদ্বয়।

অর্থাৎ আবু লাহাবের উভয় হস্ত নষ্ট হউক। কেহ কেহ হস্ত-

---

* কানানার পুত্র নযরের উপাধি কোরেশ ছিল, তদনুযায়ী আরবের যে কোন ব্যক্তি নযরের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখিত সেই কোরেশ বলিয়া পরিচিত হইত।

দ্বয়ের অর্থ এস্থলে ইহকাল ও পরকাল বলিয়াছেন অর্থাৎ আবু লহবের * দুইহস্ত অথবা তাহার ইহকাল ও পরকাল নষ্টহউক, কারণ সে প্রেরিত পুরুষের প্রতি প্রস্তর উত্তোলন করিয়াছে।

ধন কিম্বা————

————নিবারণ।

তাহার ধন সম্পত্তি এবং তাহার পুত্র ওংবা পরমেশ্বরের অভিসম্পাৎ হইতে তাহাকে রক্ষা করিতে পারে নাই।

নসর।

নসর———সাহায্য

এই সুরাতে তিনটী আয়ত আছে।

অবতীর্ণ।

এই সুরা হজরত মোহাম্মাদের মৃত্যুর দুই বৎসর পূর্ব্বে মদিনায় অবতীর্ণ হয়। সম্পূর্ণরূপে যত সুরা এককালীন অবতীর্ণ হইয়াছে তন্মধ্যে এই সুরাই সর্ব্বশেষে অবতীর্ণ।

ঈশের সাহায্য—পরমেশ্বরের সহায়তা, কেহ কেহ এই সাহায্যকে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন যথা প্রথম—সাহায্য, দ্বিতীয় সাহায্য হইতে জয়লাভ, তৃতীয় জয়লাভ হেতু লোকদিগকে বশীভূত করা, চতুর্থ লোকদিগকে বশীভূত

* আবুলাহাব হজরত মোহাম্মাদের পিতৃব্য, আব্দুল মোত্তালেবের পুত্র, ওম্মেজামিলের স্বামী ইহার প্রকৃত নাম আব্দুলগোররা।

করিয়া ইসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত করা।

সত্য ধর্ম্মে——ইসলাম ধর্ম্মে।

মক্কা——মক্কা নগর, এই নগরে মোহাম্মাদ জন্মগ্রহণ করেন।

কাফেরুণ।

কাফেরুণ——অবিশ্বাসীবৃন্দ।

ইহাতে ছয়টী আয়ত আছে।

অবতীর্ণ।

এই সুরা মক্কায় অবতীর্ণ।

কোরেশদিগের মধ্যে আস, আবুজেহেল, ওলিদ, ওয়ায়েল, ইত্যাদি হজরত মোহাম্মাদকে আব্বাসের দ্বারায় এই কথা বলিয়া পাঠাইয়াছিল মোহাম্মাদ! তুমি এক বৎসরকাল আমাদের ঈশ্বরের উপাসনা কর, আমরাও এক বৎসরকাল তোমার ঈশ্বরের উপাসনা করি। এই সংবাদ হজরত মোহাম্মাদের নিকট উপস্থিত হইবা মাত্র জেব্রাইল তাঁহার সমীপে এই সুরাসহ অবতীর্ণ হইয়া আবৃত্তি করিলেন।

কহ তুমি——————

——————কারণ আমার।

কওসর।

কওসর——স্বর্গস্থ সরোবর (হাউজ) বিশেষ।

ইহাতে তিনটী আয়ত আছে।

অবতীর্ণ।

এই সুরা মক্কায় অবতীর্ণ হয়।

একদা ওয়ায়েলের পুত্র আসের সহিত হজরত মোহাম্মাদের বনি-সাহাম দ্বারের নিকট কিয়ৎক্ষণ কথোপকথন হয়। অতঃপর মোহাম্মাদ চলিয়াযান এবং আস তথাকার উপাসনালয়ে উপস্থিত হয় কতিপয় ধনাঢ্য কোরেশ যাহারা তথায় উপবিষ্ট ছিল তাহারা আসকে জিজ্ঞাসা করিল "তুমি কাহার সঙ্গে কথা কহিতে-ছিলে?" আস উত্তর করিল একজন নির্ব্বংশের সহিত কথা কহিতে ছিলাম। হজরত মোহাম্মাদের তাহের নামক একপুত্রের সেই বৎসর মৃত্যু হইয়াছিল, আসের উক্তি শ্রবণে তাঁহার অতিশয় মনকষ্ট হয়। পরমেশ্বর তাঁহার শান্তনার জন্য ভবিষ্যতের আশ্বাস প্রদান করিয়া বলিতেছেনঃ—

নিশ্চয় ক'রেছি——————

——————নিঃসন্তান।

বলিদান———উৎসর্গ। অরী———শক্র।

নিশ্চয় যে——————নিঃসন্তান।

তোমার যে শক্র সেই নির্ব্বংশ যেহেতু যশ, কীর্ত্তি ইত্যাদি যাহা কিছু তাহার ভবিষ্যতের জন্য সু-মঙ্গল তাহা কিছুই তাহার থাকিবে না।

মাউন।

মাউন——গৃহ সামগ্রী (তৈজষ পত্রাদি, যথা—কুঠার, চাউল, দাইল, লবণ ইত্যাদি যেসকল বস্তু সংসার নির্ব্বাহার্থে মনুষ্যের সদা সর্ব্বদা আবশ্যক হয় ।

অবতীর্ণ।

কেহ কেহ বলেন এই সুরা মক্কায় অবতীর্ণ । কাতাদা বলেন ইহা মদিনায় অবতীর্ণ হইয়াছে।

এই সুরার পূর্ব্বার্দ্ধ ওয়ায়েলের পুত্র আসের সম্বন্ধে এবং পরার্দ্ধ ওবাইয়ের পুত্র কপট আব্দুর রহমানের সম্বন্ধে অবতীর্ণ হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন ইহার পূর্ব্বার্দ্ধ অবিশ্বাসীদিগের এবং শেষার্দ্ধ কপট লোকদিগের উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ।

তাহাকে——আবু জেহেলকে ।

আবু জেহেল পরকাল (কেয়ামত) বিশ্বাস করিত না, যখন কোন পিতৃহীন বালকের বিষয়াদির তত্ত্বাবধান করিবার অভিভাবক হইত তখন সে সেবালককে অন্নবস্ত্র দিতনা বরং যখন সেই বালক অন্ন বস্ত্রের প্রার্থনা করিত তখন আবু জেহেল তাহাকে প্রহার করিয়া তাড়াইয়া দিত, সেই জন্য ঈশ্বর বলিতেছেনঃ—

তাহাকে————

————আশ্রয় বিহিনে।

কেহ কেহ বলেন আবু সুফিয়ান অথবা ওলিদ একদা একটী

উষ্ট্রী বলিদান করিয়া তাহার মাংস যখন বণ্টন করিতেছিল, সেই সময়ে একটী নিরাশ্রয় বালক তাহার নিকট কিঞ্চিৎ মাংস প্রার্থনা করায় আবু সুফিয়ান তাহাকে যষ্টিদ্বারা প্রহার করে। ইহাতেই এই আয়ত অবতীর্ণ হয়।

কোরেশ।

কোরেশ———সম্প্রদায় বিশেষ। কানানার পুত্র নজর নামক এক ব্যক্তির উপাধি কোরেশ ছিল, তাঁহার সন্তান সন্ততি-বর্গকেও কোরেশ বলা হয়। হজরত মোহাম্মাদ এই কোরেশ বংশ সম্ভূত।

ইহাতে চারিটী আয়ত আছে।

অবতীর্ণ।

এই সূরা মক্কাতে অবতীর্ণ হয়। ইমাম জাহেদী বলেন যে, কোরেশ সম্প্রদায় বাণিজ্যার্থে শীতকালে য়্যামন ও গ্রীষ্মকালে শাম দেশে যাইত। ইহারা মক্কা নগরে বসবাস করিত বলিয়া লোকে ইহাদিগকে অতিশয় সন্মান করিত। য়্যামন ও শাম দেশে বাণিজ্য করিয়া ইহাদের প্রভূত ধন উপার্জ্জন ও উপকার হইত। হেরেমের সম্মানার্থে তস্করেরা তাহাদের ধন সম্পত্তি লুণ্ঠন করিত না। কোরেশ সম্প্রদায় তথাপিও পৌত্তলিক থাকা বিধায় এই সুরা অবতীর্ণ হয়। পরমেশ্বর বলিতেছেনঃ—

কোরেশ মিলন—————
——————যে জন অভয় ।

ফীল।

ফীল———হস্তি।

এই সুরাতে পাঁচটী আয়ত আছে।

অবতীর্ণ ।

এই সুরা মক্কাতে অবতীর্ণ হয়।

য়্যামন দেশে আবরাহা নামক একজন অতিশয় পরাক্রান্ত রাজা ছিল। দেশ দেশান্তর হইতে বহু লোক আসিয়া কাবা মন্দির যথা বিহিত প্রদক্ষিণ ও সম্মান করে বলিয়া অতিশয় ঈর্ষান্বিত হয় এবং কাবা মন্দিরের গর্ব্ব খর্ব্ব করিবার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়া মহামূল্য প্রস্তরাদির দ্বারা এক প্রকাণ্ড মনোহর মন্দির নির্ম্মান করে। অতঃপর লোক সমূহকে স্বনির্ম্মিত মন্দিরের প্রদক্ষিণ করাইয়া মন্দিরের গৌরব বৃদ্ধি করিতে থাকে। কোরেশ বংশীয় এক ব্যক্তি সেই মন্দিরের সেবায়েত নিযুক্ত ছিল, একদা রাত্রিতে সে মন্দিরাভ্যন্তরে প্রস্রাব ত্যাগ পূর্ব্বক মন্দিরকে কলঙ্কিত করিয়া পলায়ন করে। এই সংবাদ সর্ব্বত্র প্রচারিত হওয়ায় এবং লোকবৃন্দ সেই মন্দিরের সম্মান প্রদর্শন না করিতে আসায় আবরাহা অতিশয় ক্ষুব্ধ হয় এবং বহু সৈন্য ও হস্তি মক্কাভিমুখে কাবা মন্দির উৎখাত করিবার জন্য প্রেরণ করে। মক্কার অধি-

বাসীবর্গ এই ব্যাপারে ভীত হইয়া পর্ব্বতে আশ্রয় গ্রহণ করে। প্রথমে হস্তী যুথকে কাবামন্দিরাভিমুখে প্রেরণ করা হয়; হস্তী সকলের মধ্যে মহমুদ নামে এক বৃহদ্‌কায় হস্তী মক্কার প্রাচীরের নিকট হইতে কোনরূপে হস্তীপকের আদেশ প্রতিপালন না করিয়া শিবিরাভিমুখে পলাইয়া আইসে। মহমুদকে পলায়ন তৎপর দেখিয়া সমুদয় মাতঙ্গ মহাবেগে পলায়ন করে। ইতিমধ্যে অকস্মাৎ নীলবর্ণের পক্ষী সকল আকাশ পথে উড্ডীয়মান হইয়া সমুদয় সেনা ও মাতঙ্গকে ভূষির ন্যায় চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া বিনাশ করে। হজরত মোহাম্মাদ জন্মগ্রহণ করিবার একমাস পাঁচিশদিন পূর্ব্বে এই ঘটনা ঘটে। কেহ কেহ বলেন এই ঘটনা যে বৎসরে ঘটে সেই বৎসরই হজরত মোহাম্মাদ জন্ম পরিগ্রহ করেন।

বিহঙ্গমদল———পক্ষীসমূহ।

হামজা।

হামজা———দোষ ঘোষনা

এই সুরাতে নয়টী আয়ত আছে।

অবতীর্ণ।

এই সুরা মক্কায় অবতীর্ণ হয়। শরীফের পুত্র আখনাস হজরত মোহাম্মাদের সম্মুখে তাঁহার নিন্দা করিত এবং মগিরার পুত্র ওলিদ তাঁহার পশ্চাতে দোষ কীর্ত্তন করিত এই জন্য এই সুরা অবতীর্ণ হয়।

বহ্নি———অগ্নি।

আসর।

আসর——বৈকাল।

ইহাতে তিনটী আয়েত আছে।

অবতীর্ণ।

এই সুরা মক্কাতে অবতীর্ণ হয়। আবুলআসাদ আবুবাকারকে বলিয়াছিল যে, তুমি পৈত্রিক অতুল সম্পত্তি ও পৈত্রিক ধর্ম্ম ত্যাগ পূর্ব্বক একজন সাধারণ বিকৃত মস্তিস্কের ধর্ম্ম পালন করিয়া অতিশয় ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছ এতদশ্রবণে আবুবাকার উত্তর করিল যে লোক পরমেশ্বরের আজ্ঞা পালন এবং তাঁহার প্রেরিত পুরুষের পথ অবলম্বন করে সে লোক ক্ষতিগ্রস্থ হয় না বরং যে লোক ঈশ্বরাজ্ঞা প্রতিপালন এবং প্রেরিত পুরুষের পথ অবলম্বন না করিয়া শয়তানের মতাবলম্বন করে, প্রতিমা পূজা করে সেই লোকই অতিশয় ক্ষতিগ্রস্থ হয়। আবুবাকারের কথার দৃষ্টান্ত স্বরূপ পরমেশ্বর এই সুরায় বলিতেছেনঃ—

বৈকালের দিব্য——————

——————জানিও নিশ্চয়।

তকাসোর।

তাকাসোর——বাহুল্যতা, অতিরিক্ত।

ইহাতে আটটী আয়ত আছে।

অবতীর্ণ।

এই সুরা মক্কায় অবতীর্ণ।

কেহ কেহ বলিয়াছেন কোরেশদিগের মধ্যে দুইটা দল ছিল। একটী বনি আবু মোনাফ অপরটী বনি সাহম। এই দুই দলের মধ্যে একটী অপরটীর নিকট ধন সম্পত্তি মান মর্য্যাদার কথা বলিয়া দম্ভ করিত। পরকালের বিষয় কখন ও কিছু চিন্তা করিত না এই জন্য এই সুরা অবতীর্ণ। পরমেশ্বর বলিতেছেন——

ধনবৃদ্ধি করিবার——————

——————জেন এই ভবে।

সেই দিন———সেই শেষ বিচারের দিবস।

কারেয়া।

এই সুরা মক্কায় অবতীর্ণ হয়। ইহাতে একাদশটী আয়ত আছে। কারেয়া অর্থ আঘাতকারী। ইহার অবতীর্ণ সম্বন্ধে কোন সঠিক প্রমাণ নাই।

আঘাতকারী———পরমেশ্বরের আদেশ অনুসারে এইরূপ এক দিবস আসিবে—যে দিবস সমস্ত মানব উলঙ্গাবস্থায় পঙ্গপালের ন্যায় বিক্ষিপ্ত হইবে, কেহ কাহারও সাহায্যে আসিবেনা পুত্র পিতা হইতে মাতা সন্তান হইতে স্বামী স্ত্রী হইতে ইত্যাদি ইত্যাদি সকলেই ভিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইবে। কেহ কাহাকেও দেখিবে না; পর্ব্বত সমূহ 'রোমের সমান' ধুনিত হইবে অরণ্যবাসী

শ্বাপদ কুল ও মনুষ্য-সমূহ একত্রিত হইবে। সেই দিবস প্রত্যেক মনুষ্যের অন্তরে যে গুরুতর আঘাত লাগিবে সেই আঘাত সম্বন্ধে পরমেশ্বর বলিতেছেন,—

অথ———নিক্তিভার।

অনন্তর সেই দিবস পাপ এবং পুন্য ওজন করা হইবে যে মানবের নিক্তি (তৌল) ভার অধিক হইবে তাহার স্বর্গ লাভ হইবে এবং যাহার নিক্তি ভার লঘু (হালকা) হইবে অর্থাৎ পাপ অধিক হইবে তাহার জন্য পরমেশ্বর কৃত হাবিয়া নামকনরকে তাহার বাসস্থান হইবে। হাবিয়া অগ্নিময় নরক।

আদিয়া।

আদিয়া———দ্রুতগামী অশ্ব।

এই সুরাতে একাদশটী আয়েত আছে।

অবতীর্ণ।

এই সুরা মক্কায় অবতীর্ণ।

হজরত মোহাম্মাদ একদা যোদ্ধা ধর্ম্মবন্ধুসহ ওমর আনসরির পুত্র মঞ্জরকে বানি কানানার বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। তাহাদিগকে তিনি অতি প্রত্যূষে লুণ্ঠন করিবার এবং নির্দ্ধারিত দিবসে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার জন্য আদেশ করেন। মঞ্জর হজরত মোহাম্মাদের আদেশানুসারে লুণ্ঠন ক্রিয়া সমাপন করেন কিন্তু পথে অতিশয় বৃষ্টি হওয়ায় নির্দ্ধারিত দিবসে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারেন নাই। মঞ্জর এবং ধর্ম্ম

বন্ধুদিগের আসিতে এইরূপ বিলম্ব ঘটায় কপট লোকেরা এইরূপ বলা বলি করিতে থাকে দুস্তর প্রান্তরে তাহাদের সকলের মৃত্যু ঘটিয়াছে। সংবাদ দের এম নএকটী প্রাণীও আর জীবিত নাই। সেই কপট লোকেরা হজরত মোহাম্মাদের প্রকৃত পার্শ্বচরদিগের অন্তর ব্যথিত করিবার জন্যই এইরূপ বলাবলি করিয়াছিল। এই কারণে এই স্থরার অবতীর্ণ।

অশ্মে———প্রস্তরে

উদগার———উদগীরণ করে

লুণ্ঠন———লুঠকরা এস্থলে ধ্বংশ করা

পাতা প্রতি অকৃতজ্ঞ সুনিশ্চয় নর।

এবনে গুবায় এবং তাহার অনুচর বর্গ যাহারা মজুর এবং যোদ্ধা ধর্ম্ম বন্ধুগণের প্রত্যাবর্ত্তনের বিলম্ব হওয়ায় মিথ্যা সংবাদ দান করিয়াছিল তাহারা অকৃতজ্ঞ অথবা অধিকাংশ মানব স্বীয় পাল কের প্রতি অকৃতজ্ঞ।

আর সে বিষয়ে সাক্ষ্য অবশ্য সে জন।

কেহ কেহ বলিয়াছেন এই আয়েত আবু হাজেবের জন্য অবতীর্ণ। এমাম আবু লায়েন বলেন এক সময়ে আরবে তিনটী লোক জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহারা প্রত্যেকে এক এক বিষয়ে খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। আসাদ লোভের জন্য, আবু হাজেব কৃপণতার জন্য এবং হাতেম দানশীলতার জন্য।

জেলজাল।

জেলজাল——কম্পন। ইহাতে আটটী আয়ত আছে।

অবতীর্ণ।

এই সুরা মদীনায় অবতীর্ণ।

এই সুরার পূর্ব্বি সুরা বয়েনতে পরমেশ্বর বলিয়াছেন—

নিশ্চয় করেছে যারা বিশ্বাস স্থাপন।
আর সৎ কর্ম্ম করিয়াছে যেই জন॥
তাহারাই জীব শ্রেষ্ঠ জীব যত আছে।
তাহাদের পুরস্কার পরমেশ কাছে॥

এতচ্ছ্রবণে কতকগুলি বিশ্বাসী মনে মনে আন্দোলন করিতে লাগিল যে, পরমেশ্বর এই যে পুরস্কারের কথা বলিয়াছেন ইহা কবে হইবে? তাহাদের উত্তরে পরমেশ্বর এই সুরায় বলিতেছেন—

যবে ধরা——————
——————দর্শন।

সেই কম্পনের দিনে তাহাদের পাপ পুণ্যের কথা প্রকাশ করিবে।

বয়েনাত।

বয়েনাত——প্রমাণ সমূহ। এই সুরায় আটটী আয়ত আছে।

অবতীর্ণ।

ইহা মদীনায় অবতীর্ণ।

আরব দেশে গ্রন্থ অধিকারী (ইহুদী এবং খৃষ্টিয়ান) এবং অংশীবাদীগণের মধ্যে যাহারা অবিশ্বাসী (কাফের ছিল। তাহারা স্বকীয় ধর্ম্মগ্রন্থে কোরাণ এবং হজরত মোহাম্মদের বিষয় জ্ঞাত থাকা সত্ত্বেও বলিত যে আমরা যতদিন পর্য্যন্ত উক্ত বিষয়ে অকাট্য প্রমাণ না পাইব অথবা আমাদের নিকট অকাট্য প্রমাণ উপস্থিত না হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত বিশ্বাস (ইমাণ) আনিব না। অতঃপর যখন কোরাণ শরীফ অবতীর্ণ হইল এবং মোহম্মদ জন্মগ্রহণ করিলেন, তখন তাহারা উৎকৃষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও অবিশ্বাসীই (কাফেরই) রহিল। এইজন্য এই সুরার অবতীর্ণ।

জাকাত—বিষয়ের শতকরা ২॥• টাকা ধর্ম্মার্থে বৎসরে দান করা।

কদর।

কদর—সম্মান। ইহাতে পাঁচটী আয়ত আছে।

অবতীর্ণ।

হজরত মোহাম্মদ একদা তাঁহার কোন পার্শ্বচরকে বলিয়াছিলেন "একজন লোক একসহস্র মাহা জিবীত ছিল, সে দিবাভাগে রোজা রাখিত এবং ধর্ম্মযুদ্ধ করিত, রাত্রে উপাশনা করিত" এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই পার্শ্বচর অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া

বলিল 'সেই লোক এক সহস্র মাহা জিবীত থাকিয়া ধর্ম্মযুদ্ধ করিয়াছেন, আমাদের পরমায়ু অল্প সুতরাং আমরা সেই মহাপুণ্য কিরূপ করিয়া উপার্জ্জন করিব। পার্শ্বচরের এই বাক্যের উত্তরে হজরত জেব্রাইল এই সুরা সহ অবতীর্ণ হন। পরমেশ্বর বলিতেছেন যে সহস্র মাহা হইতে সম্মানীত রাত্র (শবেকদর) উত্তম।

আত্মা আর দেবগণ——প্রধাণ দেবতা জেব্রাইল (ফেরেস্তা), এবং ফেরেস্তাবৃন্দ।

উষার বিকাশাবধি—প্রত্যুষকাল যে সময় হইতে আরম্ভ হয় [সুভে সাদেক] সেই পর্য্যন্ত।

আলক্।

আলক—গাঢ় শোনিত। ইহাতে ঊনবিংশটী আয়ত আছে।

অবতীর্ণ।

এই সুরা মক্কাতে অবতীর্ণ।

একদা হজরত মোহাম্মদ হারা গহ্বরে উপবিষ্ট ছিলেন, [অথবা কেহ কেহ বলেন তিনি গিরি শিখরে দণ্ডায়মান ছিলেন] এমন সময়ে স্বর্গীয় দূত জেব্রাইল তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া বলেন "মোহাম্মদ! পরমেশ্বর আমাকে তোমার সমীপে প্রেরণ করিয়াছেন তুমি এই মণ্ডলীতে ঈশ্বর কর্ত্তৃক নিয়োজিত প্রেরিত

পুরুষ "এই বাক্য বলিয়া তিনি হজরত মোহাম্মদকে বলিলেন "পাঠ কর"। হজরত মোহাম্মদ বলিলেন আমি "পড়িতে জানিনা" জেব্রাইল শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে হেলাইয়া পুনরায় বলিলেন "পাঠকর" হজরত পুনরায় বলিলেম "পড়িতে জানিনা" এইরূপে তিনবার হেলান ও তিনবার পাঠ করিতে বলা হইলে মোহাম্মাদের অবস্থা এরূপ হইল যে তিনি প্রায় অচেতনের মত হইয়া পড়িলেন। অতঃপর তাঁহাকে ছাড়িয়া দিয়া জেব্রাইল এই সকল আয়ত পাঠ করিলেন।

"প্রতিপালকের নামে——

——সন্নিকট হও।

কেহ কেহ বলেন, জেব্রাইল স্বর্গ হইতে মণি মাণিক্য খচিত এক খানি গ্রন্থ আনয়ন করিয়া হজরত মোহাম্মদকে পাঠ করিতে আদেশ করেন এবং হজরত ক্রমান্বয়ে তিনবার আমি পাঠ করিতে জানিনা বলায় জেব্রাইল তাঁহাকে তিনবার হেলাইলেন। মোহাম্মদ ইহাতে প্রায় অচেতনের মত হইয়া যান। পরে জেব্রাইল তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া এই স্থরার আয়ত সকল পাঠ করেন।

[৫] লেখনি সংযোগে—লেখনি দ্বারায় লিখিতে।

[১১] সে জানে— আবুজেহেল জানে।

তীন।

তীন—পেয়ারা। ইহাতে আটটী আয়ত আছে।

অবতীর্ণ।

এই সুরা মক্কাতে অবতীর্ণ।

তীন—পেয়ারা ও জয়তুন। এই দুইটী ফল অতিশয় পবিত্র যে হেতু পেয়ারা মুখ রোচক সহজ পাচ্য, দেহের পুষ্টি সাধক, ঔষধই লাভ জনক। এবং জয়তুন হইতে তৈল ও উৎকৃষ্ট ঔষধ প্রস্তুত হইয়া থাকে। অথবা তীন ও জয়তুন জেরুজিলামস্থ মন্দিরদ্বয় অথবা তীন ও জয়তুন পর্ব্বতদ্বয়। বহু-প্রেরিত-পুরুষ এই দুই পর্ব্বতোপরে পরমেশ্বরের আরাধনা করিয়াছেন। তীন দেমেস্কের এবং জয়তুন বয়তল মোকাদ্দসের অন্তর্গত। তীন পর্ব্বতে পেয়ারা এবং জয়তুন পর্ব্বতে জয়তুন উৎপন্ন হয়।

তুর শিনিন—পর্ব্বত বিশেষ, এই পর্ব্বতে প্রেরিত পুরুষ মুশা আরাধনা করিতেন।

এই নিরাপদ সহরের— মক্কা সহরের।

এনশেরাহ।

এনশেরাহ———উন্মুক্ত করণ।

ইহাতে আটটী আয়ত আছে।

অবতীর্ণ।

এই সুরা মক্কাতে অবতীর্ণ হয়। একদা হজরত মোহাম্মদ পরমেশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করেন "হে পরম পিতা! তুমি এব্রাহী-

মকে বন্ধুত্বপদ মুশাকে (কলিমী) পদ প্রদান করিয়াছিলে” তুমি লৌহ ও পর্ব্বতকে দাউদের অনুগত করিয়াছিলে তুমিই সোলেমানকে জেন এবং মনুষ্যের সম্রাট এবং অগ্নি ও বায়ুকে তাহার অধীন করিয়াছিলে। কিন্তু হে পরমেশ্বর তুমি আমার জন্য কি দয়া দান করিয়াছ? ইহাতে এই সুরা অবতীর্ণ পরমেশ্বর বলিতেছেন।

তোমার কারণ—

কথিত আছে হজরত মোহাম্মাদের বক্ষ দুইবার বিদীর্ণ করিয়া তাঁহার হৃদয় কোষ জ্যোঃতিতে পূর্ণ করা হইয়াছিল। প্রথমবার যখন তিনি তাঁহার ধাত্রীমাতা হালিমার গৃহে ছিলেন তখন জেব্রাইল হৃদয়ের অভ্যন্তর ধৌত করিয়াছিলেন দ্বিতীয়বার তাঁহার প্রেরিতত্ব লাভ হইবার পর জেব্রাইল যিনি স্বর্গীয় সর্ব্বদূত (শ্রেষ্ঠ) তাঁহার হৃদয়কোষ পরিষ্কার করেন।

এইজন্য পরমেশ্বর বলিতেছেন,—

তোমার কারণ করিনি কি উন্মোচণ

জোহা।

জোহা—দিবা আরম্ভের পর সময়।

ইহাতে একাদশটী আয়ত আছে।

অবতীর্ণ।

হজরত মোহাম্মদ যে সময় নিজেকে প্রেরিত পুরুষবলিয়া ইসলাম ধর্ম্ম প্রচারে রত ছিলেন। সেই সময়ে মক্কার অধিবাসীবৃন্দ মদিনা-

বাসী ইহুদীদিগের নিকট হইতে প্রেরিত পুরুষের কতকগুলি লক্ষণ জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠায়। ইহুদীগণ উত্তরে বলিল যে, তোমরা মোহাম্মাদকে এই তিনটী প্রশ্নের উত্তর জিজ্ঞাসা কর, সেকেন্দার জোল কারনায়নের এবং আসহাব কাহাফের অবস্থা, তৃতীয় আত্মা কি? অতঃপর মক্কাবাসীরা মোহাম্মদের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রশ্নত্রয় জিজ্ঞাসা করায় তিনি "ঈশ্বরের ইচ্ছা হয় তো কল্য ইহার উত্তর প্রদান করিব" নাবলিয়া কেবল মাত্র "কল্য ইহার উত্তর প্রদান করিব" বলিলেন। এই কারণে কয়েক দিবস বাণী অবতীর্ণ হয় নাই। বাণী অবতীর্ণ না হওয়ায় শত্রুগণ হজরতের অতিশয় দুর্ণাম করিতে লাগিল, আবুলাহাবের এক স্ত্রী মোহাম্মাদের সম্মুখে আসিয়া একদিন বলিল, মোহাম্মদ! যে শয়তান তোমার নিকটে আসিতেছিল বোধ হয় সে তোমায় ত্যাগ করিয়াছে। এই সকল বিদ্রুপ বাক্যে হজরত অতিশয় লজ্জিত ও চিন্তিত হইতেন। একদা তিনি তাঁহার সহধর্ম্মিনী খোদেজা বিবির নিকট এই সমুদয় ব্যাপার জ্ঞাপন করিলেন। এই সময় এই সুরার অবতীর্ণ—।

পরমেশ্বর বলিতেছেন— দিবা যবে বাড়ে ইত্যাদী

লায়ল।

লায়ল——রাত্র। ইহাতে একবিংশটী আয়ত আছে।

অবতীর্ণ।

এই সূরা মক্কায় অবতীর্ণ হয়।

মক্কায় খলফের পুত্র ওস্মিয়া এবং সিদ্দিক আকবর নামে দুই জন অতিশয় ধনবান ব্যক্তি বাস করিত। উহাদিগের উভয়ের ব্যয় সম্বন্ধে পার্থক্য ছিল। অন্যায় কর্ম্ম করিবার জন্য ওস্মিয়া বহুক্রীতদাসের ব্যয়ভার গ্রহণ করিত কিন্তু কখনও কোন অতিথীকে এক কপর্দ্দকও দান করিত না। কোন লোক যদ্যপি ওস্মিয়াকে বলিত "তুমি এই সকল সম্বন্ধে অনর্থক ব্যয় করিতেছ কিন্তু পরকালের জন্য কি কিছু সঞ্চয় করিতেছ? ওস্মিয়া বলিত পরকাল কি? যদি পরকাল থাকে তাহা হইলে আমি তাহা চাহি না, আমার ধন এবং ক্রীতদাস সকল আমার যথেষ্ট। আমি মোহাম্মদের সেই স্বর্গ চাহি না যাহার প্রলোভন দেখাইয়া সে নির্ধন দরিদ্র লোকদিগকে আপনার দাসত্বে আনয়ন করিতেছে।

ওস্মিয়ার বেলাল নামক একজন ক্রীতদাস ছিল, সে একেশ্বরবাদী এবং ধর্ম্মানুরক্ত ছিল। ওস্মিয়া বেলালের এই সমুদয় বিষয় অবগত হইয়া অন্যান্য ক্রীতদাসদিগের দ্বারায় বেলালকে তাহার ধর্ম্মানুরক্তি হইতে বিরত হইবার জন্য নিষেধ জ্ঞাপন করে। বেলাল তাহার আদেশ অমান্য করায় ওস্মিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া অন্যান্য ক্রীতদাসদিগকে বেলালের অঙ্গে কণ্টক বিদ্ধ করিতে, মধ্যাহ্নে উত্তপ্ত প্রস্তরে তাহাকে বন্ধন করিতে, রাত্রিতে বায়ুহীন

প্রকোষ্ঠে তাহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে, এবং কোড়ার দ্বারা প্রহার করিতে আদেশ করে। ক্রীতদাসগণ তাহার আজ্ঞানুযায়ী বেলালকে ঐরূপে শাস্তি প্রদান করিতে লাগিল, কিন্তু ইহাতেও বেলালের মত পরিবর্ত্তন হইল না।

সিদ্দিক আকবর একদা ওম্মিয়ার পল্লিতে ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন। তিনি ওম্মিয়ার গৃহে নানারূপ ক্রন্দন কোলাহল শ্রবণ করিয়া পল্লিবাসীকে ঘটনার কথা জিজ্ঞাসা করেন। অতঃপর তাহাদিগের প্রমুখাৎ বেলালের শাস্তির বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া ওম্মিয়ার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য ওম্মিয়ার গৃহে গমন করিলেন এবং ওম্মিয়ার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তিনি তাহাকে বলিলেন "তুমি কি ঈশ্বরকে ভয় করনা?" কি কারণে ঐ সহায়হীন দরিদ্র ক্রীতদাসকে পীড়ন করিতেছ" ওম্মিয়া উত্তর করিল যদ্যাপি তুমি ঈশ্বরকে ভয় কর এবং ইস্‌লাম ধর্ম্মাবলম্বীদিগের বন্ধু হও তাহা হইলে উহাকে ক্রয় করিয়া লইয়া যাও। সিদ্দিক আকবর সন্তুষ্টচিত্তে বলিলেন, তুমি উহার পরিবর্ত্তে কি চাও? ওম্মিয়া নাসতপ নামক সিদ্দিক আকবরের রোমদেশীয় ক্রীতদাসকে বেলালের বিনিময়ে চাহিল। সিদ্দিক আকবার তাহাতেই সম্মত হইয়া বেলালকে হজরত মোহাম্মাদের সেবার জন্য মুক্তিদান করিলেন।

সিদ্দিক আকবরের নিকট চত্বারিংশ সহস্র দেরেম ছিল। তিনি সেই অর্থের অধিকাংশ দীন দরিদ্র দিগকে এবং মোহাম্মাদের

সেবার জন্য ব্যয় করিলেন, অবশিষ্ট অর্থে মদীনার উপাসনালয়ের নিমিত্ত ভূমি ক্রয় করিলেন। এইরূপ করিবার পর ক্রমে ক্রমে তাঁহার এরূপ এক সময় উপস্থিত হইল যে সময়ে তিনি কপর্দ্দক শূন্য হইয়া পড়িলেন। একদা এইরূপ দুরবস্থায় তিনি হজরত মোহাম্মদের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য তাঁহার সম্মুখে উপনীত হইলেন। এই সময়ে স্বর্গীয় দূত জেব্রাইলও অবতীর্ণ হইয়া হজরত-কে বলিলেন, ঈশ্বর সিদ্দিক আকবরকে নমস্কার (সালাম) বলিয়া দিয়াছেন এবং তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন এতকষ্ট সহ্য করিয়াও তুমি (হে সিদ্দিক আকবর!) আমার প্রতি সন্তুষ্ট রহিয়াছ? এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সিদ্দিক আকবর ভক্তি গদগদ কণ্ঠে বলিলেন আমার কি এমন অদৃষ্ট যে পরমেশ্বর আমার প্রতি সন্তুষ্ট? আরও বলিতে লাগিলেন "আমিও সন্তুষ্ট" "আমিও সন্তুষ্ট"।

পরমেশ্বর এই জন্য বিভিন্ন প্রকারের ব্যক্তির কথায় যাবতীয় বিষয় সম্বন্ধে এই সুরার অবতীর্ণ করিয়াছেন।

শাম্‌স।

শাম্‌স——সূর্য্য। ইহাতে পঞ্চদশটী আয়ত আছে।

অবতীর্ণ।

এই সুরা মক্কাতে অবতীর্ণ হয়।

ইহাতে পরমেশ্বর কতকগুলি শপথ করিয়া বলিতেছেন যে, যে শুদ্ধ হইয়াছে সে মুক্তি লাভ করিয়াছে। এবং যাহারা

কার্য্য এবং কুপথাবলম্বন দ্বারা মুক্তির পথ রোধ করিয়াছে তাহাদের একটী দৃষ্টান্ত ও বলিতেছেন। সমুদ জাতীর এবং তাহাদের মধ্যে সালেহ নামে যে প্রেরিত পুরুষ সমুত্থান করিয়াছিল তাঁহারই বিষয়ের এই দৃষ্টান্ত। সমুদ জাতি পৌত্তলিক ছিল। যখন প্রেরিত পুরুষ সালেহ তাহাদিগের সমীপে নিজ ধর্ম্ম প্রচার করিয়া পৌত্ত-লিকতা হইতে বিরত এবং প্রকৃত পরমেশ্বরের আরাধনা করিতে তাহাদিগকে আহ্বান করিতেছিল, সেই সময় তাহারা সালেহকে বলিয়াছিল যে আমরা আমাদের নিয়মানুযায়ীক প্রতি বৎসর নির্দ্ধারিত দিবসে সহরের বহির্ভাগে যেরূপে আমাদিগের উপাসনা করিবার জন্য গমন করি এবং সেইখানে যে দিবস গমন করিব তুমিও সেই দিবস তথায় গমন করিয়া তোমার পরমেশ্বরের আরাধনা করিও, আমরা দেখিব তোমার পরমেশ্বর কি বস্তু প্রদান করেন। অতঃপর সমুদ জাতি নির্দ্ধারিত দিবসে সহরের বহির্ভাগে তাহাদের পরমেশ্বরের পূজা করিতে গমন করিল এবং প্রেরিত পুরুষ সালেহ তাহাদের কথানুযায়ী সেই প্রান্তরে আরাধনা করিবার জন্য উপস্থিত হইল। সমুদ জাতী প্রতিমা সমূহের সম্মুখে কোন আশ্চর্য্য বস্তু প্রার্থনা করিল কিন্তু তাহাদের সে প্রার্থনা পূর্ণ হইল না। অতঃপর সালেহ তাহাদিগকে বলিল তোমাদের যাহা ইচ্ছা বল দেখ আমার পরমেশ্বর আমার প্রার্থনা পূর্ণ করেন কি না। সমুদ জাতীর মধ্যে প্রধান জান্দা বেন ওমর সকলের

সহিত পরামর্শ করিয়া সালেহকে বলিল আমরা এই আশ্চর্য্য বস্তু দেখিতে চাই, ঐ যে সন্মুখে পর্ব্বত বিদ্যমান রহিয়াছে তাহা বিদীর্ণ করিয়া একটী কৃষ্ণবর্ণ ললাট, দীর্ঘ শ্বেত লোমাবৃত দীর্ঘাকার উষ্ট্রী বহির্গত হইবে, বহির্গত হইয়াই বৎস প্রসব করিবে এবং সেই বৎসর অবিকল দেখিতে উহার মাতার ন্যায় হইবে। প্রেরিত পুরুষ সালেহ পরমেশ্বরের নিকট তাহাই প্রার্থনা করিলেন, তাঁহার প্রার্থনা যখন সফল হইল তখন উষ্ট্রীও বৎসের ব্যাপার অবলোকন করিয়া জান্দা বেনওমর ও ছয়সহস্র লোক তাহার ধর্ম্ম গ্রহণ করিল। অপরাপর লোকেরা সকলকে আহ্বান করিয়া বলিতে লাগিল তোমরা এই ঐন্দ্রজালিকের কুহকে পড়িও না। সালেহ সককে উষ্ট্রী এবং বৎসকে পালন করিয়া পরমেশ্বরের শাস্তি হইতে রক্ষা পাইবার জন্য উপদেশ দিলেন। কোর্দ্দার বেন সলফ নামক একজন কদাকার লোকের নিকট গোনায়ারী নাম্নী কোন একটী সুন্দরীর সহিত গুপ্ত প্রণয় ছিল। গোনায়ারী তাহাকে বিবাহ করিবার লোভ দেখাইয়া সালেহের উষ্ট্রীকে নিধন করিবার জন্য বলিল। অতঃপর কোদ্দার বেন সলফ এবং তাহার অষ্টজন বন্ধু সালেহের উষ্ট্রীকে নিধন করিল। নগরবাসী লোকেরা সেই নিহত উষ্ট্রী মাংস বণ্টন করিয়া গৃহে লইয়া গেল। উষ্ট্রীবৎস মাতার দুরবস্থাবলোকন করিয়া পলায়ন করিল এবং পর্ব্বতের যে স্থান হইতে তাহার মাতা বহির্গত হইয়াছিল সেই স্থানে

যাইয়া দণ্ডায়মান রহিল। সালেহ এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া দুঃখিত চিত্তে বৎসের অনুসরন করিয়া সেই পর্ব্বতের নিকট উপস্থিত হইল। বৎসটী সালেহকে দেখিয়া তিনবার উচ্চশব্দ করিল। পর্ব্বত বিদীর্ণ হইল এবং সেই বিদীর্ণ প্রস্তরের মধ্যে দেখিতে দেখিতে সে অন্তর্হিত হইয়া গেল। প্রেরিতপুরুষ সালেহ তাহাদিগকে বলিলেন তোমাদের উপর পরমেশ্বরের শাস্তির আর তিন দিবস রহিয়াছে।

কোদ্দার এবং তাহার অষ্টজন সঙ্গী সালেহকে হত্যা করিবার চেষ্টা করিল কিন্তু পরমেশ্বরের দৈব চক্রে তাঁহাকে হত্যা করিতে অকৃতকার্য্য হইয়া নিজেরাই নিহত হইল। তৃতীয় দিবসে স্বর্গীয় দূত জেব্রাইল ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া দুইবার এরূপ চিৎকার করিলেন যে সেই স্বর শ্রবণ করিয়া সমুদ জাতীদের সকলেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল।

বলদ।

বলদ——নগর।

ইহাতে বিংশটী আয়ত আছে।

অবতীর্ণ।

এই সুরা মক্কাতে অবতীর্ণ হয়।

ইহার পূর্ব্ব সুরা ফজরে পরমেশ্বর বলিয়াছেন, আদ, সমুদ, ও ফেরাউনকে আমি তাহাদের অতিরিক্ত মন্দকার্য্যের জন্য ধ্বংশ করিয়াছি। কতকগুলি অবিশ্বাসী লোক হজরতকে বলিল

হে মোহাম্মাদ! আদ, সমুদ ও ফেরাউনকে পরমেশ্বর তাহাদের মন্দ কার্য্যের জন্য ধ্বংশ করিয়াছেন, এক্ষণে আমরাও ঈশ্বরের আদেশ লঙ্ঘন করিতেছি, যদ্যপি তুমি প্রকৃত ঈশ্বরের প্রেরিত পুরুষ হও, তাহা হইলে আমাদিগকে এবং এই মক্কা নগরকে বিনষ্ট করিবার জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করনা কেন? এতদুত্তরে পরমেশ্বর বলিতেছেন যে, এই মক্কা পৃথিবীতে যত উপাশনার স্থান আছে সকলগুলির অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং এই নগর অধিকাংশ প্রেরিত পুরুষের জন্মভূমি সুতরাং ইহা কথনই ধ্বংশ হইতে পারে না। পরমেশ্বর অবিশ্বাসীদিগকে শাস্তি প্রদান করিবেন এরূপও হইতে পারেনা, যেহেতু তুমি ইহাদিগের মধ্যে আছ। অতঃপর পরমেশ্বর শপথ করিয়া বলিতেছেন যদিও এই মক্কা নগর অতিশয় পবিত্র এবং এই স্থানে কেহ কাহারও অনিষ্ট করিতে পারে না এবং এই নগরে কথনও কোন যুদ্ধ বিগ্রহ উপস্থিত হইবে না, তথাপি তোমায় হে মোহাম্মাদ! অবিশ্বাসীবৃন্দকে ধ্বংশ করিতে এবং তাহাদের উপর তোমায় কর্ত্তৃত্ব করিবার জন্য কিঞ্চিৎ সময় দেওয়া হইবে। তুমি অধিককাল এ সহরে আবদ্ধ রহিবে না।

জন্মদাতা—আদিপুরুষ আদম অথবা এব্রাহীম অথবা মোহাম্মাদ।

জাতক—আদমের বংশ, অথবা এব্রাহীমের বংশ অথবা মোহাম্মাদের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মাবলম্বীগণ।

ভাবিছ কি——————

——————হবেনা কখন ।

আবুল আশদাইন নামক একজন অতিশয় বলবান লোক ছিল। তাহার এত ধিক শক্তি ছিল যে, যদ্যপি সে একটী রজ্জু পদতল দ্বারা চাপিয়া ধরিত-তাহা হইলে দশ বার জন বলিষ্ঠ লোক সেই রজ্জু বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিলেও তাহার পদতল হইতে টানিয়া লইতে পারিত না, বরং সেই রজ্জু খণ্ড খণ্ড হইয়া ছিঁড়িয়া যাইত। সেই লোক এইজন্য দম্ভসহকারে বলিত আমাকে পরাজিত করিতে পারে এমন কোন লোক নাই। আবুল আশ-দাইন হজরত মোহাম্মদের প্রতি অতিশয় অত্যাচার করিত। এ কারণ পরমেশ্বর উপরুক্ত কথা বলিতেছেন ।

বলে রাশি ——————

——————দেখেনিকো তায়।

আবুল আশদাইন মোহাম্মদের উপর অত্যাচার করিবার জন্য লোক নিযুক্ত করিতে গোপনে বহু ধনরাশি অপব্যয় করিত, এই জন্য পরমেশ্বর বলিতেছেন সে যে ধন নষ্ট করিতেছে কেহ কি তাহা দেখে নাই !

ফজর ।

ফজর—প্রাতঃকাল। ইহাতে বিংশটী আয়ত আছে।

অবতীর্ণ।

এই সুরা মক্কাতে অবতীর্ণ।

প্রাতের শপথ—প্রাতঃকালের দিব্য, ইহা মহরমের অথবা জেলহেজ্জার প্রথম দিবসের প্রভাত অথবা শুক্রবারের প্রভাত অথবা যে দিবস হজ হয় সেই দিবসের (আরফার) প্রভাত ইত্যাদি।

দশরজনী,—ইহা জেলহেজ্জা অথবা মহরম মাসের প্রথম দশ রাত্রি অথবা রমজান মাহার শেষ দশ রাত্রি অথবা সাবান মাসের মধ্য দশ রাত্রিকে বলে।

যুগ্ম এক—যোড় ও বিযোড়।

স্তম্ভধারী————————

——————————সৃজন।

এরেম নিবাসী আদবংশীয়দের ন্যায়, যাহাদের নগরের সদৃশ নগর আর সৃষ্টি হয় নাই। আদ বংশীয় লোকেরা অতিশয় বলবান ছিল। শাদ্দাত নামক তাঁহাদের প্রবল প্রতাপান্বিত সম্রাট ছিল। সে নিজেকে পরমেশ্বর বলিয়া ঘোষনা করিত। ধার্ম্মিক লোকেরা তাহাকে এতদসম্বন্ধে অনেক উপদেশ দিত, পরমেশ্বরের শাস্তির ভয় প্রদর্শন করিত, স্বর্গের সুখ বর্ণনা করিত কিন্তু শাদ্দাত কিছুতেই দৃকপাত করিত না। সে বলিত এই পৃথিবীর সুখ অপেক্ষা স্বর্গসুখ অধিক নয়।

শাদ্দাত বহু লোক জন নিয়োগ করিয়া স্বর্ণ রৌপ্য হীরকাদি

বহু মূল্য প্রস্তর দ্বারায় একটী নগর প্রস্তুত করিয়াছিল। সেই নগরের ন্যায় নগর আর সৃষ্টি হয় নাই। যখন সেই নগরের কার্য্য শেষ হইয়া গেল তখন শাদ্দাদ অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া বহু সৈন্য সমভিব্যাহারে সেই নগরে বাস করিতে চলিল। পথে ধার্ম্মিক লোকদের দিকে চাহিয়া বলিতে লাগিল দেখ তোমরা যে স্বর্গের জন্য আরাধনা কর সেই স্বর্গ আমি নিজ ক্ষমতায় সৃষ্টি করিয়াছি। অতঃপর শাদ্দাদ সেই নগরের দ্বারের নিকট উপস্থিত হইয়া যেমন একপদ দ্বারের ভিতরে দিয়াছে অমনি আকাশ হইতে ভীম নিনাদে অশনি পতন হইয়া তাহাকে এবং তাহার সমভিব্যাহারী সকলকে নিহত করিল। সাদ্দাদের মনাভিলাষ অসম্পূর্ণ রহিয়া গেল।

কীলধারী ফেরাউন---প্রেরিত পুরুষ মুশা যে সময় বর্ত্তমান ছিলেন তৎকালে ফেরাউন নামে একজন দুর্দ্দান্ত নরপতি রাজত্ব করিত। তাহার হজকিল নামে একজন ভৃত্য ছিল সে মুশার ধর্ম্মে দীক্ষিত হওয়ায় ফেরাউন তাহাকে তাহার দুই হস্ত পদে কীলক বিদ্ধ করিয়া হত্যা করিল, অতঃপর তাহার স্ত্রীকেও সেই অপরাধে সেই রূপে নিহত করিল। ফেরাউন তাহার সহধর্ম্মিনী আসিয়াকেও মুশার ধর্ম্মে অনুরক্ত হওয়ার কারণে বধকরে। অতঃপর ফেরাউন ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। সেই জন্য পরমেশ্বর বলিতেছেন, দুর্দ্দান্ত আদ, সমুদ এবং ফেরাউন এই সকল লোককে আমি নিমিষ মধ্যে নিপাত করিয়াছি।

গাশিয়া।

গাশিয়া———আচ্ছাদনকারী, (শেষ বিচারের দিন।)

ইহাতে ষড়বিংশতী আয়ত আছে।

অবতীর্ণ।

এই সুরা মক্কাতে অবতীর্ণ হয়।

এই সুরার পূর্ব্ববর্ত্তী সুরা আলাতে ঈশ্বর বলিয়াছেন ;—

অনন্তর উপদেশ————————

————————প্রবেশ করিবে।

যাহারা উপদেশ গ্রহণ করিয়া তদানুযায়ী কর্ম্ম করে তাহাদের এবং যাহারা উপদেশ শ্রবণ করিয়া তাহা অমান্য করে তাহাদের কর্ম্মের ফলাফল সেই শেষ বিচারের দিবসের প্রারম্ভ হইতে কিরূপ ভাবে হইবে তাহাই পরমেশ্বর এই সুরায় বলিতেছেন।

ঢাকক———আবৃতকারী। আস্য———মুখ।

কর্ম্মকারী পরিশ্রমা———এস্থলে অবিশ্বাসীবৃন্দকে বুঝাইতেছে, কারণ তাহারা পৃথিবীতে যে সমুদয় দুঃখ সহ্য করিতেছে তাহা পরমেশ্বর কর্ত্তৃক গৃহীত হইবে না।

জরি———তৃণ বিশেষ, আরব দেশে উষ্ট্রাদি পশু উহা ভক্ষণ করে কিন্তু শুষ্ক হইলে কোন পশু স্পর্শও করেনা। শেষ বিচারের দিবসে এইরূপ আগ্নেয় বৃক্ষ হইবে এবং তাহাই পাপীগণকে ভক্ষণ করিবার জন্য দেওয়া হইবে।

প্রণালী জীবন——প্রণালীর জল।

উপাধান——বালিশ। শয়ন——শয্যা।

আলা।

আলা——সুমহান। ইহাতে উনবিংশটী আয়ত আছে।

অবতীর্ণ।

এই সুরা মক্কাতে অবতীর্ণ হয়।

ক্রমান্বয়ে যখন জেব্রাইলকর্তৃক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুরা হইতে বৃহৎ বৃহৎ সুরা সমূহের অবতীর্ণ এবং বহুবিধ বিষয়ের সংবাদ উপস্থিত হইতে লাগিল, তখন হজরত মোহাম্মাদ বড়ই চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার এইরূপ চিন্তিত হইবার কারণ তিনি বর্ণজ্ঞান হীন কিরূপ করিয়া এই সমুদয় স্মরণ রাখিবেন। পরমেশ্বর তাঁহাকে আশ্বাসিত করিয়া বলিতেছেন—

স্থ-মহান——————

——————ভিন্ন বিস্মরণ।

এব্রাহিম ও মুশা গ্রন্থে—এব্রাহিম ও মুশার ধর্ম্ম গ্রন্থে। অর্থাৎ এব্রাহিমের এবং মুশার পুরাতন ধর্ম্ম পুস্তকে।

তারেক।

তারেক——রাত্রে আগমনকারী।

ইহাতে সপ্তদশটী আয়ত আছে।

অবতীর্ণ।

ইহা মক্কাতে অবতীর্ণ হইয়াছে।

একদা রাত্রিতে হজরত মোহাম্মাদ এবং তাঁহার পিতৃব্য আবু-তালেব উপবিষ্ট ছিলেন, এমত সময়ে আকাশ হইতে নক্ষত্রের ন্যায় একটী আলোকের পতন হয়। আবু তালেব ভীত হইয়া মোহাম্মাদকে উহা কি জিজ্ঞাসা করিলেন, মোহাম্মাদ তদুত্তরে বলিলেন, যখন শয়তান সংবাদ জানিবার জন্য আকাশপথে গমন করে সেই সময় দেবতারা চন্দ্র এবং সূর্য্য হইতে এইরূপ আলোক রশ্মি নিক্ষেপ করতঃ তাঁহাকে বিতাড়িত করে। পরন্তু উহা পরমেশ্বরের একটী মহিমা। এই সময়ে জেব্রাইল এই সুরাসহ অবতীর্ণ হন।

বরুজ।

বরুজ—আকাশের বিভাগ অংশ। ইহাতে দ্বাবিংশটী আয়ত আছে।

অবতীর্ণ।

এই সুরা মক্কাতে অবতীর্ণ।

কতিপয় মক্কাবাসী মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হওয়ায় তথাকার অবিশ্বাসীগণ তাহাদিগকে বড়ই নির্য্যাতন করিত। তাহারা হজরত মোহাম্মাদকে এই বিষয় জ্ঞাপন করিলে তিনি তাহাদিগকে আশ্বাসিত করিয়া বলিলেন যে, এরূপ এক দিবস আসিবে যে সময় তোমরা ইহাদের এই সকল কার্য্যের প্রতিশোধ প্রদান করিতে পারিবে। অতঃপর আরববাসীরা লোক পরম্পরায় এই

বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিতে লাগিল যে, এই অল্প সংখ্যক লোক আমাদের কি করিতে পারে এবং ইহাদের শক্তিই বা কি? যদ্যপি আমাদিগকে সম্মানীত ও গৌরবান্বিত করিবার জন্য পরমেশ্বরের ইচ্ছা না হইত তাহা হইলে আমরা বলবান এবং উহারা দুর্ব্বল কদাচ হইত না। পরন্তু ঈশ্বরানুগ্রহ আমাদিগের উপর পূর্ণ ভাবে রহিয়াছে তজ্জন্যই উহারা আমাদিগের দ্বারায় এইরূপ নিগৃহিত হইতেছে। পরমেশ্বর ঐ সমুদয় লোকের কথার উত্তরে এই সুরার অবতীর্ণ করিয়াছেন।

বরুজ—রাশি, সূর্য্য যে গোলাকার পথ এক বৎসরে পরিভ্রমণ করে, সেই পথ দ্বাদশ অংশে বিভক্ত, উক্ত বিভক্ত অংশের এক একটীকে রাশি [বরুজ] কহে।

এয়মন দেশে জোনওয়াস নামে এক সম্রাট রাজত্ব করিত। একজন ঐন্দ্রজালিক রাজার পারিষদ ছিল। সে ঐন্দ্রজাল বিদ্যার প্রভাবে সম্রাটের উপকার করিত। বৃদ্ধ অবস্থায় সে রাজাদেশে একটী সুচতুর ক্রীতদাসকে তাহার বিদ্যা শিক্ষা দিবার জন্য শিষ্য রূপে গ্রহণ করে। ঐ বালক একজন একেশ্বরবাদী সাধুর নিকট দীক্ষিত হইয়া বৃদ্ধের ঐন্দ্রজালিক বিদ্যা শিক্ষা করিত না, কিন্তু অনেক আশ্চর্য্য বিষয় করিবার তাহার ক্ষমতা হইয়াছিল। সম্রাট যখন জানিতে পারিল যে, ঐ বালক একেশ্বরবাদী তখন তাহাকে হত্যা করিবার জন্য নানাবিধ উপায়

অবলম্বন করিল, কিন্তু কিছুতেই তাহাকে বিনাশ করিতে পারিল না। বালক অবশেষে তাহাকে নিহত করিবার উপায় নরপতিকে বলিল এবং রাজাও তাহাকে নিধন করিল। বালকের আশ্চর্য্য ব্যাপার ও দৈব শক্তি নিরীক্ষণ করিয়া অনেক রাজানুচর একেশ্বরবাদী হইল। রাজা অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া একটী অগ্নিকুণ্ড প্রস্তুত করিল এবং সকলকে ধর্ম্মমত জিজ্ঞাসা করিল। যাহাকে ঈশ্বরবাদী জানিতে পারিল তাহাকেই সেই অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করত হত্যা করিতে লাগিল, অবশেষে হঠাৎ অগ্নি অতিশয় প্রবল হইয়ায় সম্রাট পারিষদবর্গ সহ সেই কুণ্ডে নিহত হইল। এই সংবাদ পরমেশ্বর দিতেছেন।

কাষ্ঠ—————

—————তাহার।

এন্‌শেকাক্‌।

এন্‌শেকাক্‌—বিদীর্ণ হওয়া। ইহাতে পঞ্চবিংশতী আয়ত আছে। এই সুরা মক্কাতে অবতীর্ণ হয়। বিচার দিবসে কাহার অদৃষ্টে কিরূপ ঘটিবে তাহাই এই সুরায় পরমেশ্বর ব্যক্ত করিতেছেন।

আকাশ বিদীর্ণ—————

—————দেখিতেছিল তারে।

অতঃপর পরমেশ্বর রক্তাভ সন্ধ্যার শপথ করিয়া বলিতেছেন যে যখন মনুষ্যকে এক অবস্থা হইতে অন্য অবস্থাতে যাইতে হইবে

তখন মনুষ্যের কেন সন্দেহ হইতেছে এবং কোরাণ বিশ্বাস করিতেছে না। যখন কোরাণ পাঠ হয় সেই সময় প্রণাম করিতেছেনা প্রত্যুত তাহারা ইহাকে মিথ্যা বলিতেছে কিন্তু তাহারা যাহা কিছু মনন করে পরমেশ্বর তাহা পূর্ণ ভাবে জ্ঞাত আছেন।

অতঃপর তিনি মোহাম্মাদকে বলিতেছেন,—

পরে তুমি————————

————————তাহাদের আছে।

তৎফিক।

তৎফিক—ন্যূন করা। ইহাতে ষড়বিংশটী আয়ত আছে।

অবতীর্ণ।

এই সুরা মক্কাতে অবতীর্ণ হয়। অধিকাংশ টীকাকার বলেন ইহা মদিনাতে অবতীর্ণ। যদ্যপি মদিনায় ইহা যথার্থ অবতীর্ণ হইয়া থাকে, তাহা হইলে মদিনাতে যত সুরা অবতীর্ণ হইয়াছে তন্মধ্যে এই সুরাই সর্ব্ব প্রথমে অবতীর্ণ।

মদিনার অধিবাসীগণ পরিমান বিষয়ে অতিশয় প্রবঞ্চনা করিত। কোন বস্তুর পরিমান লইবার সময় অধিক লইত কিন্তু দিবার সময় ন্যূন দিত। এই জন্য পরমেশ্বর বলিতেছেন;—

আক্ষেপ————————

————————জন্য লোক সবে।

সিজ্জিন—দপ্তর; যাহাতে পাপীগণের কার্য্য কলাপ লিপিবদ্ধ আছে।

ইল্লিন—দপ্তর, যাহাতে বিশ্বাসীগণের কর্ম্ম্য লিপিবদ্ধ আছে।

তস্‌নিম—এক জল প্রণালীর নাম। সর্ব্বোচ্চ স্বর্গের নিম্নদেশ হইতে নিম্ন স্বর্গ পর্য্যন্ত তাহার স্রোত নিপতিত, জল বিশুদ্ধ ঈশ্বরের সন্নিহিত দেবতারা ইহা পান করেন সুতরাং স্বর্গবাসীদের অত্যুৎকৃষ্ট পানীয়।

এন্‌ফেতার।

এন্‌ফেতার—বিদীর্ণ হওন। ইহাতে উনবিংশটী আয়ত আছে।

অবতীর্ণ।

এই সুরা মক্কাতে অবতীর্ণ হয়।

এই সুরাতে পরমেশ্বর শেষ বিচার দিবসের কথা বলিতেছেন, যে সময় আকাশ বিদীর্ণ হইয়া যাইবে। নক্ষত্র সমূহ যাহা ফানুসের ন্যায় স্বর্গের সম্মুখ ভাগে জ্যোতির শৃঙ্খলে টানান আছে এবং যাহার শৃঙ্খল দেবতাগণের হস্তে রহিয়াছে, তাঁহা দেবতারা বিনাশ প্রাপ্ত হইলে শৃঙ্খল তাহাদের হস্ত চ্যুত হইবে এবং তারকা সমূহ ভূতলে খসিয়া পড়িবে। সমাধি সমুহ উৎখাত হইবে। পরমেশ্বর সকলকেই পুনর্গঠিত করিবেন। অতঃপর অবিশ্বাসীরা নরকে এবং বিশ্বাসীরা স্বর্গে স্থান পাইবে। একব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে সাহায্য করিবে এরূপ ক্ষমতা থাকিবে না। কেবল ঈশ্বরের আজ্ঞা প্রবল থাকিবে। ঈশ্বর বলিতেছেন;—

জ্ঞাত করিয়াছে————

————সে দিবস রবে।

তক্বির।

তক্বির—বেষ্টিত হওন। ইহাতে উনত্রিংশতটী আয়ত আছে।

অবতীর্ণ।

এই সুরা মক্কাতে অবতীর্ণ হয়।

পরমেশ্বর শেষ বিচার দিবস এইরূপ প্রথমে বর্ণনা করিতেছেন

দিবাকর যেই——————

——————মিলিত।

অতঃপর বলিতেছেন,—

হয়েছে যে——————

——————অপরাধে হত।

আরব দেশে ইস্‌লাম ধর্ম্ম প্রচারিত হওয়ার পূর্ব্বে আরবদিগের গৃহে কন্যা জন্মগ্রহণ করিলে তাহারা সেই কন্যার ভরণ পোষণ এবং বিবাহের ব্যয়ভার বহন করিতে হইবে বলিয়া সেই কন্যাকে জিবীত অবস্থায় প্রোথিত করিত। শেষ বিচারের দিবস পরমেশ্বর সেই সমুদয় কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিবেন তোমরা কোন অপরাধে নিহত হইয়াছিলে? তখন কন্যাগণ উত্তর করিবে আমরা নির্দ্দোষ ছিলাম। অতঃপর নরক যখন প্রজ্জলিত করা হইবে এবং স্বর্গ সন্নিকটে নীত হইবে তখন

প্রত্যেক নর——————

——————তারা উপস্থিত।

অতঃপর পরমেশ্বর শপথ করিয়া বলিতেছেন—
পশ্চাতে গমনকারী———
————তোমাদের।
তোমাদের বন্ধু—হজরত মোহাম্মাদ।

আবাস্।

আবাস্—মুখ বিকৃত করা। ইহাতে দ্বিচত্বারিংশতটী আয়ত আছে অবতীর্ণ।

এই সুরা মক্কাতে অবতীর্ণ হয়।

একদা হজরত মোহাম্মাদ কোরেশদিগের প্রধান প্রধান ব্যক্তি ওৎবা, আব্বাস, আবু জেহল প্রভৃতিকে ইস্লাম ধর্ম্ম বুঝাইতেছিলেন, এমত সময় আব্দল্লা নামক জনৈক অন্ধব্যক্তি তাঁহার নিকট হইতে কোরাণের দুই একটী সুরা শিক্ষা করিবার মানসে উপস্থিত হইল। হজরত মোহাম্মাদ কীদৃশ লোকের সহিত কথা কহিতেছিলেন সে জানিতে পারে নাই, সুতরাং তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়াই তাহার মনোভিপ্রায় জ্ঞাপন করিল। হজরত তাহাকে নীরব থাকিতে বলিলেন। কিন্তু সে নীরবে থাকিয়া পুনরায় তাঁহার কথা ভঙ্গ করে, ইহাতে মক্কার প্রধান ব্যক্তিগণ অসন্তুষ্ট হইল এবং হজরত মোহাম্মাদ ও অসন্তুষ্ট হইয়া মুখ বিকৃত করিলেন এবং কোরেশদিগেরদিকে মুখ ফিরাইয়া বসিলেন। ইহাতে এই সুরা অবতীর্ণ। পরমেশ্বর বলিতেছেন,—

বিকৃত করিল————
————সু-নিশ্চয়।

নাজেয়াত।

নাজেয়াত—আকর্ষন কারী। ইহাতে ষটচত্বারিংশতটী আয়ত আছে।

অবতীর্ণ।

এই সুরা মক্কাতে অবতীর্ণ।

পরমেশ্বর শপথ করিয়া বলিতেছেন,—

দিব্য সেই দেবতার •

* * * *

দুরু দুরু করিবেক তাহার হৃদয়॥

অবিশ্বাসী বৃন্দ বলিতে লাগিল

যবে বলিতেছে তারা

গলিতাস্থি হব মোরা

হইব কি পরিণত পূর্ব্ব অবস্থায়?

শেষ বিচারের দিবসে যে সমুদয় লোককে উপস্থিত করা হইবে একথা তাহারা বিশ্বাস করিল না বরং বলিল যদ্যপি ঐরূপ কোন গলিত দেহ আমাদের সম্মুখে পুনর্জীবিত করা হয় তাহা হইলে উহা দর্শন করিয়া আমরা পরকাল বিশ্বাস করিব। বিশ্বাসীবৃন্দ এই বাক্য শ্রবণ করিয়া মনে করিতে লাগিল যদ্যাপি পরমেশ্বর একটী একশত বৎসরের মৃতদেহে প্রাণ সঞ্চার করেন তাহা হইলে

আমাদের সমুদয় সন্দেহ দূর হয়। পরমেশ্বর মুসলমানগণের এইরূপ চিন্তার উত্তরে কহিতেছেন

৩৪--৫৩ আসেনিক——————

——————উপদেশ চয়।

ফেরাউণ নিজেকে পরমেশ্বর বলিয়া ঘোষনা করিত। যখন পরমেশ্বর মূশাকে তোয়া প্রান্তরে বলিলেন যে তুমি ফেরাউণের নিকট যাইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা কর তোমার কি পবিত্রতা লাভের বাসনা আছে? মুশা ফেরাউণের নিকট উপস্থিত হইয়া পরমেশ্বরের আদেশ জ্ঞাপন করিলেন তখন ফেরাউন মুশাকে বলিল যদ্যপি তুমি তোমার কথার সত্যতা প্রমাণ করিতে চাও তাহা হইলে নিদর্শন দেখাও? মুশা হস্তস্থিত যষ্টি ভূমে নিক্ষেপ করিলেন এবং তাহা হইতে একটী সর্প দেখাইলেন অতঃপর পুনরায় তিনি তাঁহার দুই হস্তে চন্দ্র এবং সূর্য্যের জ্যোতি দেখাইলেন। ফেরাউণ কহিল তুমি ঐন্দ্রজালিক এই ঘটনা পরমেশ্বর হইতে হয় নাই। এই কারণে পরমেশ্বর ফেরাউণকে ইহ ও পরকালের শাস্তির ভাগী করিয়া ছিলেন।

পরমেশ্বর বলিতেছেনঃ—

৫৪—৬৩ সুদৃঢ় আকাশ——————

——————যাহে উপকার।

পুনরায় বলিতেছেনঃ—

৬৪-৭৫ অপিচ——————

——————নিশ্চয়।

অবিশ্বাসীগণ জিজ্ঞাসা করিতেছে শেষ বিচার কবে হইবে। পরমেশ্বর বলিতেছেন মোহাম্মদ তোমার এ বিষয়ে কি জ্ঞান রহিয়াছে? যে হেতু—

তব পালকেতে——————

——————হয় কখন।

নাবা।

নাবা—সংবাদ। ইহাতে চত্বারিংশতটী আয়ত আছে।

অবতীর্ণ।

এই সুরা মক্কাতে অবতীর্ণ হয়।

হজরত মোহাম্মদ প্রেরিতত্ব লাভ করিয়া পরকালের সংবাদ সকল বলিতে লাগিলেন। অবিশ্বাসীগণ ইহা শ্রবণ করিয়া আশ্চর্য্য এবং হাস্য কৌতুক সহকারে বলিতে লাগিল, মৃত্যুর পর যখন অস্থি মাংস পচিয়া যাইবে এবং যুগ যুগান্তর অতীত হইয়া যাইবে তখন কিরূপে পুনরায় জীব সমুহ জিবীত হইবে ইহা অসম্ভব। যদ্যাপি ইহা সত্য হয় তাহা হইলে আমাদের সম্মুখে সেই দিবস কেন হয় না? যদি সেই দিবস আমাদের সম্মুখে হয় তাহা হইলে আমাদের সমুদয় সংশয় দূর হইয়া যায় পরন্তু আমরা সৎপথে আসিতে পারি। পরমেশ্বর তাহাদের কথার

উত্তরে এই সুরায় বলিতেছেনঃ—

১-৪ কি বিষয়——————

——————শীঘ্রই জানিবে।

পুনরায় বলিতেছেন,

করিনিকি——————

——————শস্যোদ্ভিদচয়।

যখন আমি এই সমস্ত সৃষ্টি করিতে পারিয়াছি তখন "বিচারের দিন ধার্য্য হয়েছে নিশ্চয়।"

সে দিবস কবে হইবে?

যে দিবস——————

——————অবিকল।

এবং তথায়।

২৩-৩৪ ধর্ম্মভীত——————

——————নিশ্চয়।

তথায় প্রতিপালক হিসাবানুসারে সকলকে বিনিময় দান করিবেন। সেই পালক অতিশয় দাতা, তাঁহার প্রতাপে কেহ কথা কহিতে পারিবে না। আত্মা এবং দেবতা সমূহ তাঁহার সম্মুখে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিবে সেই সময় তিনি যাহাকে আদেশ করিবেন সে ভিন্ন অপর কেহ কথা কহিতে পারিবে না। যে হেতু——

পরিশিষ্ট।

এই দিন——————————

——————দেখাতেছি ভয়।

মানব পাপ এবং পূণ্য যাহা কিছু অগ্রে প্রেরণ করিয়াছে তাহা দেখিতে পাইবে আর

হায়! কহিবেক——————

——————আছিল উত্তম।

সম্পূর্ণ।